৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২২ ভাদ্র – ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০ ঃ ৯ সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 47, 9 September - 15 September, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতে এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর করা সম্ভব কিনা

তা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও এখনও কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় নি।

রবিবার : শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে

পিসিএলভি রকেটে চড়ে সূর্যের দিকে পাড়ি দিল ভারতের প্রথম সৌরযান আদিত্য এল–১। পৃথিবী থেকে ১৫লক্ষ কিলোমিটার দূরে লাগরাঞ্জ পয়েন্টে পৌঁছতে সময় লাগবে ১২৫দিন।

সোমবার : রাজ্য–রাজভবন তীব্র বিতর্কের মাঝে পশ্চিমবঙ্গের

১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সংবিধান, ইউজিসি ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে উপাচার্য্যই হলেন প্রধান নির্বাহী কর্তা।

মঙ্গলবার : কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা দিতে ২০০৬ সালে

পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে কেন্দ্র চালু করেছিল কমন সার্ভিস সেন্টার। ২০২০ সালে হঠাৎ রাজ্য সরকার বাংলায় বন্ধ করে দেয় এই প্রকল্প। কেন? জানতে চেয়েছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

বুধবার : অবিলম্বে কলেজ বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভোট

করানোর জন্য শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গড়তে হবে অ্যান্টি রাগিং কমিটিও। দিনক্ষন জানাতে হবে হলফনামা দিয়ে।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা মেট্রো রেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জানিয়েছেন চলতি বছরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে এসপ্ল্যানেড–হাওড়া ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা। ট্রেন চলে ১২ মিনিট অন্তর।

শুক্রবার : গভীর রাতে বাড়িতে নোটিশ পাঠানো বা অভিযানের

জন্য বারবার কাঠগড়ায় উঠেছে পুলিশ। ফের এক তরুণীকে রাতে বিরক্ত করায় লেক ও নরেন্দ্রপুর থানার ওসিদের ক্ষমা চাইতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বঙ্গ শিক্ষার শেষের শুরু

ওঙ্কার মিত্র

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে লিখেছিলাম ‘বঙ্গশিক্ষার রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়ল বলে’। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে সত্যি যে তা এইভাবে ভেঙে পড়বে ভাবতেও পারিনি। আর ভেঙে পড়া রাজপ্রাসাদের ভিতর বামায়ণ বা অনিলায়নের বিষে মৃত বঙ্গশিক্ষার যে দেহটা ময়নাতদন্ত না করে পড়েছিল তা থেকে এখন পচা গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বঙ্গশিক্ষার মৃতদেহটি সরিয়ে রাজপ্রাসাদটিকে সারিয়ে সুরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও ভালো কারিগরের অভাবে তা হল না। বরং সেই ভেঙে পড়া প্রাসাদের কুঠুরিতে বাসা বাঁধলো নিশাচর শেয়াল, হায়নারা। ছিঁড়েছুঁড়ে খেতে লাগলো মৃতদেহের পচা হাড় মাংস। যখন চরম দুর্গন্ধে ম ম করছে চারিদিক তখন দু চারজন সাহসী অভিযত্রী ভগ্নস্তুপে ঢুকে আলো ফেলতেই মিলে গেল জুলাই মাসের প্রথম দিকে এই কলমে লেখা ‘বাঙালির হাতেই বধ বাংলার শিক্ষা’ শিরোনামটি।

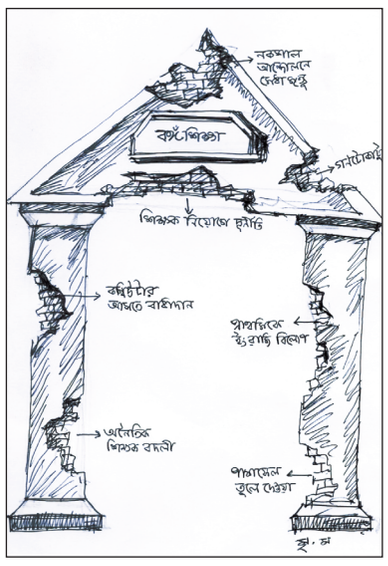

এখন যখন একজন বাঙালি পদাধিকারী অবাঙালি সাহস করে মৃতদেহটি টেনে বাইরে আনছেন তখন বাঙালি মরিয়া তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য। এই আচরণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বঙ্গশিক্ষা নিয়ে বর্তমান নবান্ন–রাজভবন দ্বৈরথে।

অবস্থা এমন চরমে যে, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছেন, দেখি কার জোর বেশি। অর্থাৎ বঙ্গশিক্ষা এখন জোর যার মুলুক তার। উপাচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষকদের জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোষ্ঠীবিবাদে। এরপর হয়ত ছাত্রদের পালা। তুমি কার দলে, নবান্ন না রাজভবন। উত্তর সঠিক হলে মিলবে ভর্তির ছাড়পত্র। যে বঙ্গশিক্ষাকে লালন পালন করে মানুষ করে তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইরা তার পরিণতি দেখে এখন শরীর শিউরে উঠছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে বঙ্গ শিক্ষার এই নগ্ন পচা মৃতদেহটির সৎকার ছাড়া আর উপায় নেই।

অবশ্য সৎকারের মুখাগ্নি শুরু হয়ে গেছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে বাংলার শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বহু শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থী কমছে মাধ্যমিক পরীক্ষায়। এবার উচ্চ শিক্ষার পালা। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র ভর্তিতে যেভাবে কারচুপি শুরু হয়েছে তাও একপ্রকার র‍্যাগিংয়ের সামিল। এরপর রয়েছে দাদাগিরি, অনৈতিক রাজনীতি। অবিলম্বে বাংলার উচ্চ শিক্ষা ছেড়ে বাঙালি পড়ুয়ারা পরিযায়ী পড়ুয়ায় পরিণত হবে। এটাই বঙ্গ শিক্ষার আগামী ভবিষ্যৎ।

পানীয় জলের ট্যাংকের কাজ আচমকা বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে বহড়ুতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

পানীয় জলের ট্যাংকের কাজ শুরু হয়ে মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে বহড়ু এলাকায়। বহড়ুতে মিলছে না বিশুদ্ধ পানীয় জল,আর তাই দিন যাপনে ভরসা ডিপ টিউবওয়েল উপরে।বিভিন্ন এলাকায় জলের সমস্যা এড়াতে পিএইচই দপ্তরের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল। আবারো কোথাও জোর কদমে পিএইচির তরফে বসানো হচ্ছে জলের ট্যাঙ্ক। আর সেই ট্যাংকের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। আর সে জায়গায় উল্টো

চিত্র দেখা গেল জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অধীনে বহরু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লভপুর গ্রামে। এই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে একটি জলের ট্যাঙ্ক ছিল। সেই ট্যাঙ্কটি ভগ্নপ্রায় হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে জলের ট্যাঙ্কটিকে ভেঙে দিয়ে নতুন জলের ট্যাঙ্ক করার উদ্যোগ নিয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন ও পি এইচ ই তরফ থেকে। রীতিমতো জোর কদমে কাজও চালু হয়েছিল তবে কয়েক দিন জোর কদমে কাজ চালু হওয়ার পরেও আবারো থমকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সেই জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হওয়ার কাজ। আর যা নিয়ে রীতিমতো গ্রামের মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষজনদের অভিযোগ কবে আবার নতুন করে এই জলের ট্যাংক এর কাজ চালু হবে। আমরা এলাকার ডিপ টিউবওয়েলের জল খাচ্ছি। এটা আর্সেনিক মুক্ত কিনা তা আমরা জানিনা।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্যানিং হাসপাতাল নিয়ে বৈঠক উদ্বিগ্ন বিধায়কের

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। হাসপাতালেই রয়েছে মাতৃমা। যেখানে শিশু ও মায়েদের আলাদা ভাবে চিকিৎসা হয়। এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিনই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের রোগীরা আসেন চিকিৎসার জন্য। ইদানিং হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং কয়েকটি শিশু মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ে।

উল্লেখ্য এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটে। রোগীর পরিবার পরিজনদের শৌচালয় নিয়ে

সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে রাত আটটার পর শৌচালয় বন্ধ হয়ে যায়। বিপাকে পড়েন রোগীর পরিবার পরিজন। হাসপাতালের রান্না ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, হাসপাতালের জল নিকাশি নালাগুলি ময়লা আবর্জনায় ভরপুর। যা থেকে বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে বলে স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিমত। আবার হাসপাতালের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ও অপরিষ্কা রয়েছে বলে রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের অভিযোগ। এমন ঘটনার খবর জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে এক জরুরী বৈঠক করেন বিধায়ক। হাসপাতালের স্নেক বাইট অডিটোরিয়াম হলে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু, তপন সাহা, দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার সুরেশ সরদার, সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্যি, চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় সহ নার্স ও চিকিৎসকরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রবাসের পথে প্রতিমার ব্যস্ততা

দেবাশিস রায়

দোরগাড়ায় দুর্গাপুজো। হাতে আর একদমই সময় নেই। শারদোৎসবের আয়োজন ঘিরে চারিদিকেই চূড়ান্ত ব্যস্ততা। কুমোরটুলি থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসকজ্জা কার্যত সর্বত্রই শিল্পীদের শশব্যস্ত অবস্থা। এরই মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কুমোরটুলি থেকে বেশ কিছু দুর্গাপ্রতিমা প্রবাসের পথে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। এই সকল প্রতিমার কোনওটি জাহাজে কোনওটি এরোপ্লেনে চড়ে বিদেশের মণ্ডপে মণ্ডপে পৌঁছে যাবে। এককথায়, বিদেশের মাটিতে এরাজ্য থেকে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘদিনের যে ট্রেন্ড তা এবারেও যথাযথ বজায় রয়েছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, পার্থ, ব্যাঙ্কক, টোকিও, দুবাই, মস্কো, বাহরিন, প্যারিস, ফিজি, মরিশাস প্রভৃতি প্রবাসে এরাজ্যের মৃৎশিল্পী তথা প্রতিমা শিল্পীদের একটা বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

প্রবাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত অনাবাসী ভারতীয়রা বছরের একাধিক সময়ে এক জায়গায় মিলিত হয়ে দেশীয় সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি ধারার আদানপ্রদান করে থাকেন। শারদোৎসব সেইরকমই একটি মিলনমেলার সুযোগ এনে দেয় প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে। এইসময় দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে চার–পাঁচদিন ধরে তাঁরা সপরিবারে মেতে থাকেন। পুজোর জন্য এরাজ্য থেকে বিভিন্ন ধাঁচের দুর্গাপ্রতিমার পাশাপাশি নানাবিধ উপকরণ তো যাই–ই। সেইসঙ্গে নিখাদ দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ব হতে কখনো–সখনো ঢাকিদেরও বিদেশের মাটিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ঢাকি রয়েছেন যাঁরা বিদেশের দুর্গাপুজো মণ্ডপে একাধিকবার ঢাক বাজিয়ে এসেছেন। তবে, বিদেশে মাটির প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার চল নেই বললেই চলে। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রবাস থেকে এরাজ্যে যেসব দুর্গাপ্রতিমার বরাত আসে তা বরাবরই হালকা ধাঁচের। একটা সময় প্রবাসে মাটির তৈরি ছোটোখাটো প্রতিমা যেত। পাশাপাশি শোলার তৈরি দুর্গাপ্রতিমারও বেশ কদর ছিল। তারপর ফাইবারের তৈরি মাঝারি উচ্চতার অথচ হালকা ওজনের প্রতিমার কদর বেড়েছে। কলকাতার কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীদের কথা তো জগত্বিখ্যাত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অনাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা বরাত পেয়ে আসছে। তবে, বেশ কয়েক বছর ধরে এই বরাতের একটা অংশে ভাগ বসাচ্ছেন কলকাতা লাগোয়া মফস্বলের জনাকয়েক শিল্পী। তাঁদের কয়েকজনের উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় বসবাস।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেকর্ডে জলাশয়, খুঁজতে গিয়ে মাথায় হাত পুরসভার

কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোথাও পুকুরের প্রেমিসেস নম্বর অনুযায়ী পুকুর খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে,

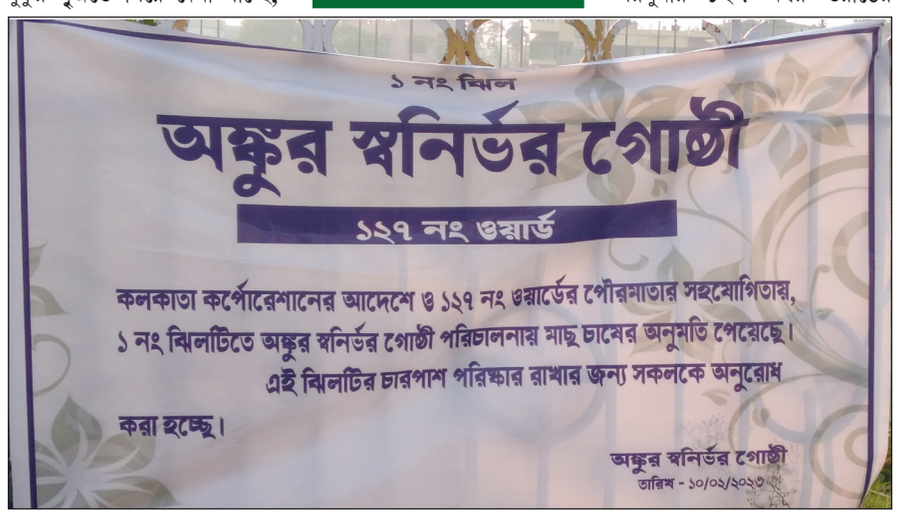

সেখানে এখন আস্ত একটি জ্যান্ত দোতলা বসত বাড়ি। কোথাও আবার পৌর রেকর্ড অনুযায়ী পুকুরের খোঁজে বেরিয়ে খুঁজে পাওয়া গেল আস্ত একটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ। সেখানে আবার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। কলকাতা পৌর এলাকার পুকুরের সংখ্যা বর্তমানে সঠিক রূপে জানতে কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে থাকা পরিবশ দফতর এ শহরের পুকুর সমীক্ষার কাজ সম্প্রতি শুরু করেছে।

পৌর রেকর্ড অনুযায়ী বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকায় পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩,৪০০। পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, এই সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট ধন্ধ রয়েছে। পৌরসংস্থার পুরাতন তথ্য সূত্রে খবর, ১৯৯০ সালে কলকাতা পৌর এলাকায় পুকুরের সংখ্যা ছিল ৮,৫০০ – র অধিক। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে কলকাতার জলাশয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন আসায় সম্প্রতি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজেই অভিযোগ করেন কলকাতার এডেড এরিয়ায় বাম আমলে প্রায় ৩৫০০টি ব্যক্তিগত পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন সেখানে বহুতল ভবন তৈরি হয়েছে। কোথাও আবার ছোটো একতলা বা দোতলা বাড়িও তৈরি হয়েছে।

মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, আগের তুলনায় পুকুর বোঝানো অনেকটাই কমে গিয়েছে। কিন্তু সাধারণ কলকাতাবাসীর কটাক্ষ, কলকাতায় আর পুকুর থাকলে তো বোঝাবে! কলকাতা পুরসভা জানিয়েছে, পাড়ার কোথাও পুকুর বোঝানো দেখলেই এইসব নম্বরে ফোন করুন : ২২৮৬ – ১২১২, ১৩১৩, ১৪১৪, ২২৫২ – ০০৩১,০৪২৩। এই নম্বরে ফোন করলেই ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা পরিবেশ দফতর এফ মিত্তির পাড়া রোডের ৫৭৬ নম্বর প্রেমিসেসের গাছপালায় ঢাকা বিশাল জলাশয়ের ক্ষেত্রে। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, যে অশুভ চক্রটি সরসুনার ওই পুকুরটি বুজিয়ে দিচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে সরসুনা থানায় কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতর কড়া অভিযোগ দায়ের করেছে। রাজ্যের কোনও জলাশয় বোজানো হলে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৩’ – এর ২২ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করা হয়।

কলকাতাবাসীর কাছে স্বপন সমাদ্দারের আবেদন, যখনই দেখবেন কলকাতার কোথাও যে কোনও মাপের পুকুর বা জলাশয় বোজানো হচ্ছে তখনই কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের কন্ট্রোল রুমে সরাসরি দিনেরাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যখন মনে হবে তখনই জানান। ওয়ার্ড বা বরো অফিসে নয় সরসরি হেড অফিস।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাঁটার সময় বেহাল ফেরিঘাটে আটকে যাত্রীরা

পাথরপ্রতিমা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকটি নদী বেষ্টিত কয়েকটি দ্বীপের সমাহার। নদী পথে ভুটভুটির মাধ্যমে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করেন দ্বীপবাসিরা। এই ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ কাকদ্বীপ–কলকাতায় যাতায়াত করেন। কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছু ফেরিঘাটের বেহাল দশার কারণে নিত্যযাত্রীরা দুর্যোগে পড়ছেন। বিশেষ করে মরা কোটালের কারণে নদীর জলস্তর অনেক নীচে নেমে যায়। তখন জেটিঘাট থেকে অনেক পথ কাদা ভেঙে মানুষদের নৌকায় উঠতে হয়। অসুস্থ মানুষরা খুবই সমস্যায় পড়েন। ভাঁটার সময়ও নৌকা থেকে নেমে কাদা ভেঙে মানুষদের যাতায়াত করতে হয়।

যুধিষ্ঠির জানার ঘাট, বামনের ঘাট জেটি ঘাটেরও অবস্থা খারাপ। আই প্লটের লক্ষ্মীপুর খেয়াঘাটে যাবার যে পথ আছে তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। জোয়ারের সময় ওই পথ জলে ডুবে গেলে আর যাওয়া যায় না। তখন ঘুরপথে আসতে হয়। বড় রাক্ষসখালী, ছোট রাক্ষসখালী, ব্রজবল্লভপুর এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন যে শীঘ্রই ফেরিঘাটগুলোর সংস্কার করে এক্সটেনশন করা হোক।

এই প্রসঙ্গে পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা জানালেন, ‘দেখুন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছে। তবে নতুন পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের পরই বেশ কিছু ফেরিঘাট সংস্কার ও এক্সটেনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথ অবরোধ

বাখরাহাট রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে ডানদিকে সোজা চলে গেছে বাখরাহাট রোড। ৭৫ নম্বর বাস রুটও বলে। এই গুরুত্বপূর্ণ ১৫ কিলোমিটার রাস্তায় বাস, অটো, টোটো ও প্রচুর স্কুল বাস চলে। বর্তমানে এই রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রী ও ছাত্র–ছাত্রীরা। বিবিরহাট, নান্দাভাঙা, সামালি, রসপুঞ্জ এলাকায় পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত হয়েছে। বৃষ্টির জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে। প্রতিদিনই ছোট খাটো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কিছু কিছু জায়গায় ইঁট দিয়ে মেরামত হলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। শুক্রবার সকাল ১১টার সময় বিধায়কের দপ্তরের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নান্দাভাঙা বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় বেঞ্চ পেতে অভিভাবরা পথ অবরোধ করে। তাদের দাবী অবিলম্বে রাস্তা সারাতে হবে। প্রতিদিনই ছাত্র–ছাত্রীরা দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছে। দীর্ঘ যানজট শুরু হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে অবরোধ তোলে। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, কিছু জায়গায় মেরমত হয়েছে। বর্ষা কাটলে পিচ হবে।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 47, 9 September - 15 September, 2023

উত্তরের আঙিনায়

সামনেই পুজো, নিরালায় কাটানোর সেরা গন্তব্য লাভা!

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: আকাশের পেজ তুলোর মতো মেঘ, কাশফুলের শুভ্রতা জানান দেয় মা আসছেন। বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসবের সময়কাল আরো ৫০ দিনের কম বাকি। চারিদিকে পুজো পুজো ভাব, বিগ বাজেটের ক্লাব গুলি তাদের খুঁটিপুজো সম্পন্ন করেছে। আগমণীর গান, ঢাকের বাদ্যর আওয়াজ, পুজোর কটা দিন পেট পুরে খাওয়া, সঙ্গে দেদার আনন্দ সবকিছুই যেন বাঙালির নস্টালজিয়া। অনেকে আছেন সারা বছর প্রচুর ব্যস্ত থাকেন, তারা পুজোর কটা দিন শহর থেকে দূরে গিয়ে ছুটি কাটাতে পছন্দ করেন। কারো পছন্দ পাহাড় কারো বা সমুদ্র, কারো আবার একেবারে নিরালায়। যারা শহর থেকে নিরালায় বেড়াতে ভালোবাসেন তাদের কাছে পুজোর মরসুমে সেরা স্থান হতে পারে

লাভা। মায়াবী প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে। কালিম্পং জেলায় অবস্থিত ছোট্ট জনপদ লাভা। লাভার প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম, মালবাজার থেকে দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। গাড়ি করে পাহাড়ি পথে লাভার সফর অত্যন্ত মনোরম। রয়েছে ভিউ পয়েন্ট সেখানে পর্যটকদের ছবি তোলার হিড়িক লক্ষ্য করা যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন অপরূপ মনোরম পরিবেশ, শীত শীত অনুভূতি, নিরালায় থাকার রোমাঞ্চ সবমিলিয়ে লাভা দুর্দান্ত। খুব সহজে পৌঁছে যাওয়া যাবে লাভা,শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় মালবাজার পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার গাড়ি করে যাওয়া যায় লাভা। থাকবার জন্য রয়েছে হোটেল। যারা কোলাহল থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসেন তাদের জন্য পুজোর কটা দিন লাভাই হতে পারে সেরা গন্তব্যস্থল।

নকশালবাড়িতে অনুষ্ঠিত চোখের আলো ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: চোখের আলো, যা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। চা বাগান শ্রমিকদের জন্য আগামী ৩ মাস যাব উক্ত চোখের আলো প্রকল্পের কর্মসূচি চলবে। বিভিন্ন চা বাগান শ্রমিকদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা, চশমা বিতরণ সহ অপারেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। রীতিমতো এই প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর, টি ডিরেক্টর ও শ্রম দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগে গত শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগানে চোখের আলো ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। উক্ত শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রম আইন ও বিচারমন্ত্রী মলয় ঘটক, নির্মাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি মহকুমা

পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত চোখের আলোর শিবিরে শ্রমিকরা চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশ নেন। রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়ন কাজ, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, চা সুন্দরী এছাড়া আরো একাধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে রাজ্য সরকার। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাকে বিশেষ নজর রেখে চা শ্রমিকদের জন্য চা বাগানে বাগানে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অপরদিকে, চা বাগানে জমি দখল নিয়ে কোনো অভিযোগ হাতে পায়নি বলে মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান। তিনি আরো জানান শ্রমিকদের জমির বিষয়টি ভূমি রাজস্ব দপ্তর দেখছে বলে।

ধুপগুড়ির উপ নির্বাচনের প্রচারে ফিরহাদ, মিমি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: গোটা রাজ্যের পাখির চোখ এখন ধুপগুড়ির দিকে। কারণ ধুপগুড়িতে রয়েছে উপনির্বাচন। এই উপ নির্বাচনে, নেতা-নেত্রী গণ জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন। এবার প্রচারে এলেন কলকাতার মেয়র ববি হাকিম। এদিন তিনি ধুপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারের জন্য বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছান। এছাড়া এসে পৌঁছান সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ মন্ত্রী ববি হাকিমকে অভ্যর্থনা জানান। কলকাতার মেয়র এবং সাংসদ এয়ারপোর্টে নামার পর ধুপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করা প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুর্গা চালিশা জপ করুন।

বৃষ রাশি : হস্ত শিল্প জাত দ্রব্যে স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশের সঙ্গে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। কর্মে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। অংশীদারী ব্যবসায় ঝামেলার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : ২১ বার 'এং গং গণপতয় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের প্রত্যাশা মেটাতে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ বৃদ্ধি। জমি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রাচীন পাঠ লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : বিদ্যুৎবাহী তার বা আগুন থেকে সাবধান। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে মতানৈক্য। কর্মক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কোনো বিতর্কের মধ্যে না জড়ানোই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের জেদী মনোভাব চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও প্রশংসার পাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। দুঃর্ঘটনা থেকে সাবধান। বিশেষ করে উঁচুস্থান থেকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওম ভাস্করায় নম' জপ করুন।

কন্যা রাশি : অকারণে মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি বা সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সতর্কতার প্রয়োজন। নতুবা বিপত্তির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওম মহা কালীকায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় ঝুঁকি। নৃত্য, গীত বা অভিনয় প্রভৃতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। শিল্পী সত্তার বিকাশ। সাংসারিক সমস্যার সমাধান। উচ্চশিক্ষার সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওম মহালক্ষ্মী নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রশংসার পাত্র হতে পারেন। কোনো নথিপত্র বা মূল্যবান তথ্যাদি হারিয়ে ফেলতে পারেন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। প্রিয়জনের চিকিৎসায় নাজেহাল হতে পারেন। কোনো হিতৈষী ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

প্রতিকার : শনিবার শনি গ্রহের জপ করুন।

ধনু রাশি : বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ প্রশস্ত হতে পারে। কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে নামী কোম্পানিতে। সংক্রমণ জনিত রোগে ভোগান্তি। আটকে থাকা অর্থ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য, মামলার নিস্পত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবারের দিন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ভোজন করান।

মকর রাশি : স্বজনের অপ্রীতিকর কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। সেবামূলক কর্মে সাফল্য। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনদের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে মতানৈক্য। লটারির, শেয়ার বা ফাটকায় অর্থ। বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : শনিবার দিন বিকলাঙ্গদের দই ভাত খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। জমি বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নথিপত্র নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ভাই বোনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রেম প্রণয়ে অগ্রগতি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন কেতুর পুজো করুন।

মীন রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। বিবাহের কথাবার্তা হতে পারে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। সন্তানের আচরণে মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মে সাফল্য ও প্রশংসা প্রাপ্তি। সম্পত্তিগত ব্যাপারে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : ৪৩ বার 'ওঁ কেতবে নম' পাঠ করুন।।

এবার বিমানে করেই কলকাতা থেকে সিকিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পর্যটকদের জন্য দুর্দান্ত খবর পর্যটকদের জন্য, এবারে বিমানে করে তিলোত্তমা থেকে সরাসরি যাওয়া যাবে সিকিম। কলকাতা সিকিম বিমান পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এই বিষয়ে জানা গিয়েছে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা সিকিম বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই খবর পর্যটকদের কাছে দুর্দান্ত। কারণ এবার থেকে বিমানে করে সিকিম যাবার সুবিধা পাওয়া যাবে। বিমান পরিষেবা চালু হলে সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা আরো বেড়ে যাবে বলাই বাহুল্য। সপ্তাহে সাত দিনই চালু থাকবে এই বিমান পরিষেবা। দমদম বিমানবন্দর থেকে সিকিমের পাকিয়ং বিমানবন্দর পর্যন্ত চলবে বিমান। প্রসঙ্গত বেশ কিছুদিন খারাপ আবহাওয়া কারণে এই বিমানবন্দরটি বন্ধ ছিল। প্রসঙ্গত কলকাতা সিকিম বিমান পরিষেবা চালু হলে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট লাভজনক হবে।

নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার শুকদেবপুর দাসপাড়া এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে গঙ্গারামপুরের পুনর্ভবা নদীতে স্নান করতে যায় তিন বন্ধু,যার পরেই স্নান করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে যায় গোবিন্দ দাস (১৬) নামের ওই কিশোর।

বিষয়টি পরিবারের লোকজনদের নজরে আসতেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, বাড়ির লোকেরা গঙ্গারামপুর থানায় জানালে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের সহযোগিতায় ডুবুরিরা জলে খোঁজাখুঁজি শুরু করতে থাকে। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে ওই কিশোরের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ানোর পাশাপাশি ওই পরিবারের শোকের ছায়া নেমে আসে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: গত ৫ সেপ্টেম্বর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্ম দিবস। এই বিশেষ দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন প্রান্তে এই বিশেষ দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস ঘটা করে উদযাপন করা হয়ে থাকে। এই বছরও এই বিশেষ দিনটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদযাপন করা হয়। শিলিগুড়ি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নীল বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক

দিবস উদযাপিত হল। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূলত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা এমএমআইসি শ্রাবণী, কমল কর্মকারসহ আরো অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

কাজের খবর

কলকাতা পুলিশে শূন্যপদ বেড়ে ৩০৯

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা পুলিশে 'সার্জেন্ট', 'সাব-ইন্সপেক্টর' পদে ১৬৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার যে খবর বেরিয়েছিল, তাতে শূন্যপদ বেড়ে ৩০৯টি হল। সেইসঙ্গে দরখাস্ত করার শেষ তারিখও বাড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ও নতুন শূন্যপদ ঘোষণা করেছে। এই পদের জন্য বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, শূন্যপদ, দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ইত্যাদি তথ্য নেওয়া হল।

যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১-১-২০২৩ সালের হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর আর কলকাতা পুলিশের বিভাগীয় কর্মীরা ৮ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা কোনো পদেই আবেদনের যোগ্য নন। এছাড়াও বিভাগীয় প্রার্থীরা সংরক্ষিত ক্যাটেগরি হিসাবে বয়সে অতিরিক্ত ছাড় পাবেন।

'সাব-ইন্সপেক্টর' পদের জন্য শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি, ওজন অন্তত ৫৬ কেজি আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৪ সেমি ও ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। 'লেডি-সাব-ইন্সপেক্টর' পদের জন্য শরীরের মাপজোখ হতে হবে মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৯ কেজি।

'সার্জেন্ট' পদের জন্য ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭৩ সেমি, ওজন অন্তত ৬০ কেজি আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১ সেমি ও ৫ সেমি প্রসারণক্ষম হতে হবে। মহিলারা এই পদে যোগ্য নন। সাব ইন্সপেক্টর পদের বেলায় ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, ওজন অন্তত ৫১ কেজি হতে হবে।

ওপরের সব পদের বেলায় দৃষ্টিশক্তি দরকার সরকারি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী মূল মাইনে ৩২,১০০ থেকে ৮২,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: সাব ইন্সপেক্টর (অন-আর্মড শাখায়) ২১২টি (জেনা ৯২, তঃজাঃ ৪৭, তঃউঃজাঃ ১৩, ওবিসি -এ ক্যাটেগরি ২২, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১৫, ইডব্লুএস ২৩) লেডি সাব ইন্সপেক্টর (আন আর্মড শাখায়) ২৭টি।

প্রার্থী বাছাই হবে ৪টি ধাপে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারী লিখিত পরীক্ষা। তাতে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এরপর হবে ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা। তাতে সফল হলে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এরপর হবে ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা। সব শেষে হবে ৩০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (১) জেনারেল নলেজ, (২) লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং। (৩) অ্যারিথমেটিক। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরিজিতে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

শব্দবার্তা ২৬৩

১			২			৩	
			৪				
৫	৬						
				৭			৮
৯							
				১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পণ্ডিত, বিদ্বান ৪। কড়ি খেলা বিশেষ ৫। প্রণাম, ৭। অবস্থান, বিদ্যমানতা ৯। সৌভাগ্যবান ১০। রোজার মাস।

উপর-নীচ

১। অহংঙ্কার, গর্ব ২। বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ৩। ঠিক কথা ৬। বড়ো শহর ৭। পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ৮। সামান্য কম।

সমাধান : ১৬২

পাশাপাশি : ২। কমিউনিজম ৫। বিপত্নীক ৭। অনাদ্য ৯। খাবার ১০। সর্বনাশ ১২। আলাপসালাপ।

উপর-নীচ : ১। গরবি ৩। মিঠেকড়া ৪। জল্পনা-কল্পনা ৬। পশ্চিমবাংলা ৮। রসশালা ১১। শকুন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডেঙ্গু জ্বর থেকে সাবধান

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বর্ষা এসে গেছে আসুন ডেঙ্গুজ্বর সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য জেনে নেওয়া যাক

ডেঙ্গু জ্বরের কারণ

ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ডেঙ্গু ভাইরাস বাহিত এডিস ইজিপ্টটাই মশার কামড়। এই মশাগুলি গাঢ় রংয়ের এবং এদের দেহে ও পায়ে কালো ও সাদা চিহ্ন রয়েছে এবং আকার ছোট।

এই মশা কখন কামড়ায়

সাধারণত এই মশার কামড়ের পিকটাইম হলো ভোরবেলা এবং সূর্যাস্তের আগে।

এই মশা কোথায় জন্মায়

জনবসতির কাছাকাছি এলাকায় এই মশা বেড়ে ওঠে । ডেঙ্গু মশা ডিম পারে ঘরের ভেতরে এবং আশেপাশের জায়গায় জল ভর্তি পাত্রে। যেমন অব্যবহৃত বোতল, ফুলদানি, রেফ্রিজারেটরের ট্রে, অব্যবহৃত টায়ার ইত্যাদি জায়গায়।

এই মশার প্রাদুর্ভাব কখন হয়

সচরাচর বর্ষাকালে এই ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। জুন থেকে আগস্ট মাস ডেঙ্গুর পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সময়। মশা কামড়ানোর কতদিন পর উপসর্গ দেখা যায়। সাধারণত মশা কামড়ানোর পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে ডেঙ্গু রোগের উপসর্গ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তিন থেকে দশ দিনের মধ্যেও হতে পারে।

ডেঙ্গু সংক্রমনের উপসর্গ

অনেক ক্ষেত্রেই ডেঙ্গু সংক্রমিত রোগীর কোন উপসর্গ থাকে না। কিন্তু যাদের উপসর্গ দেখা যায় তাদের মধ্যে তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যাথা, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা তাই একে বোন ব্রেকিং ফিভারও বলা হয়ে থাকে, এছাড়া বমি বমি ভাব, বমি, গায়ে রাশ বা লাল স্পট, দুর্বলতা, ক্ষুদা মন্দা ইত্যাদি বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী বাড়িতেই এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গু মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং রোগীকে জীবন সংকটের সম্মুখীন করে দেয়। সাধারণত জ্বরের চার থেকে সাত দিনের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে। উদ্বেগ জনক এবং অ্যালার্মিং উপসর্গগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রচন্ড পেটব্যথা, অবিরত বমি, মিউকোজেল ব্লিডিং, রক্তবমি আলকাতরার মত পায়খানা, অত্যন্ত দুর্বলতা এবং আনচান ভাব ইত্যাদি। রক্ত পরীক্ষায় হিমোকন্সেন্ট্রেশন এবং প্লেট সংখ্যার উপর নজর রাখা অত্যন্ত প্রযোজনীয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি। ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভারে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের ডায়াগনোসিস

ডায়াগনোসিস সাধারণত ডেঙ্গু সেরোলজিক্যাল টেস্ট এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। NS 1 টেস্ট জ্বরের প্রথম দিনেই করা যেতে পারে তবে নিশ্চিত ডায়াগনোসিস এর জন্য আইজিএম ডেঙ্গু এন্টিবডি টেস্ট করা প্রযোজন। তবে এই টেস্ট জ্বরের পাঁচ দিনের আগে করা যায় না।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা

ডেঙ্গু জ্বরের কোন নির্দিষ্ট ওষুধ বা ভ্যাকসিন না থাকার ফলে চিকিৎসকরা সাধারণত বিশ্রাম, প্রচুর পরিমাণ ফ্লুইড গ্রহণ এবং যথাযথ খাদ্য গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জ্বর কমানো বা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অ্যাসপিরিন বা আইবোপ্রফেন জাতীয় ওষুধ বর্জনীয়। কারণ এতে রক্তপাতের সম্ভাবনা বাড়তে পারে। মারাত্মক ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে। জ্বর চলাকালীন রোগীকে মশারির ভিতরে থাকতে হবে।

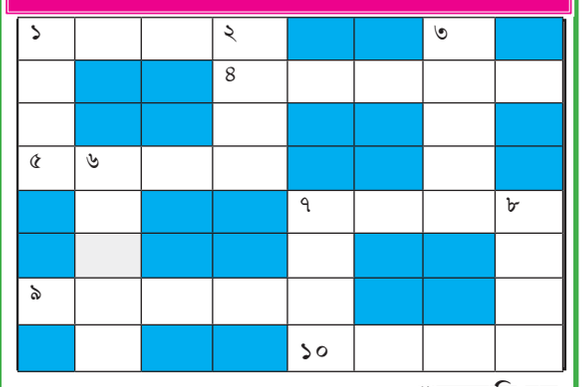

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়

মশার ডিম পাড়ার স্থানগুলি অর্থাৎ উৎসস্থলগুলি নির্মূল করতে হবে যথাযথ স্প্রের মাধ্যমে। যাতে প্রাপ্তবয়স্ক মশা এবং সংক্রমণ হ্রাস পায়।

মশার কামড় থেকে রক্ষা পেতে মশারির ব্যবহার, ফুলহাতা জামা পড়া। মশার সম্ভাব্য উৎসস্থলের জল জমা বন্ধ করতে হবে অথবা জল ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হবে।মশা প্রতিরোধে রিপেলান্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকদের দৌরাত্ম্য দমনে ব্যর্থ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ'। এই স্লোগানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিকে দিকে উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া বাইক চালকরা দিনরাত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এলাকা। তাদের লাগামহীন দৌরাত্ম্যের শিকার সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদ করতে গেলেই উল্টে মারধরের কবলে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এমনকী, প্রতিবাদকারী মহিলাদেরও নানাভাবে অসম্মান করছে উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকরা। দিনের পর দিন রাজ্যবাসী এমনতর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিকার হলেও এই দৌরাত্ম্য দমন করতে কার্যত ব্যর্থ প্রশাসন। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একাংশের অভিযোগ, রাজ্যে পুলিশ–প্রশাসন থাকলেও কোনও 'রহস্যজনক' কারণেই এই দৌরাত্ম্য দমনে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ফলে উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকদের বেপরোয়া মনোভাব লাগামহীনভাবে বেড়েই চলেছে। আর তার খারাপ ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দিনকয়েক আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার আমলাপুকুর এলাকায় একাধিক বাইক চালকদের দৌরাত্ম্যের শিকার হয়েছেন একাধিকজন। মদ্যপ বাইক চালকদের বেপরোয়া গতির প্রতিবাদ করতে গেলেই অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে পড়ে যান কালনার ওই আপাত নিরীহ বাসিন্দারা। হামলাকারী বাইক চালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক প্রতিবাদকারী যুবককে তাঁর বোনের সামনেই ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। মারধরে ওই যুবকের চোখটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। পাশাপাশি সেদিনের ঘটনায় দাদাকে মারধরের প্রতিবাদ

করতে গেলে একবছরের শিশু কোলে নিয়ে রাস্তা পারাপারকারী এক মায়েরও শ্লীলতাহানী করা হয়েছে বলে বাইক চালকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরপরই ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই বিপদ বুঝে একটি বাইক ফেলে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দলটি পালিয়ে যায়। তারপর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কালনা থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদের ঘিরে উত্তেজিত জনতা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। অবশেষে পুলিশ সামগ্রীক ঘটনার প্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামতেই কালনা শহরের ব্যস্ততম একাধিক রাস্তায় মদ্যপ বেপরোয়া বাইক চালকদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়। চোখের সামনেই দিনের পর দিন উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকদের এই দাপাদাপি চলতে থাকলেও পুলিশ–প্রশাসন কার্যত উদাসীন। এই দৌরাত্ম্য দমনে ধারাবাহিক অভিযানে পুলিশ–প্রশাসনের অনীহা। কম–বেশি এরকমই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রতিনিয়ত সাক্ষী বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, নবীন প্রজন্মের একটা শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। চটকদারি ফ্যাশনদুরস্ত বেশভূষায় সজ্জিত তাদেরই হাতে হাতে শোভা পাচ্ছে বহুমূল্যের স্মার্টফোনের পাশাপাশি দামি বাইক এবং স্কুটি। সেইসঙ্গে নানাবিধ মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে রঙীন স্বপ্নের জাল বুনছে কেউ কেউ। এটাই তাদের কাছে জীবনের প্রকৃত মানে। এজন্যই তারা ঘৃণ্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। আইনের শাসনকে তারা ভয় পায় না। আত্মসম্মান, পারিবারিক মর্যাদার কথা তারা ভাবে না। এই বেপরোয়া মনোভাবের কারণেই তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। শহরের রাজপথ থেকে গ্রামের রাস্তা সর্বত্র দিনরাত উচ্ছৃঙ্খল তরুণ প্রজন্মের বেপরোয়া দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। এদের কিছু কিছু বাইকের সাইলেন্সার ফাটা থাকায় তা থেকে কানফাটা আওয়াজ বের হয়। যা সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তারপর বাইকের বেপরোয়া গতির প্রতিবাদ করলেই ঝাঁকে ঝাঁকে কটূক্তির তিরে বিদ্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এমনকী, কালনার মতো মারধরের ঘটনার শিকারও হতে হচ্ছে প্রতিবাদকারীদের। বিভিন্ন মহলের অভিমত, পুলিশ–প্রশাসন চাইলেই এধরনের দৌরাত্ম্য সহ অপ্রীতিকর ঘটনা সহজেই দমন করতে পারে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল পুলিশ–প্রশাসনের উদাসীনতা, ঢিলেঢালা মনোভাব।

সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে শাটার ভেঙ্গে সিয়ান রাস্তার রামকানাই জুয়েলার্সে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দোকান মালিক তড়িৎকুমার পাত্র বলেন, পিছনের শাটার ভেঙ্গে দ্বিতীয় দরজা কেটে ভিতরে ঢুকে রুপোর গয়না চুরি হয়েছে। চুরির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা। ভল্ট ভাঙ্গতে পারে নি। দোকানটা নতুন তৈরি হয়েছে সেইজন্য সিসিটিভি ক্যামেরা এখনও লাগানো হয় নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ।

বারুইপুর থেকে গ্রেপ্তার ক্রিমিনাল সৌরভ সামন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর পুলিশের বড়ো সাফল্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর বাইপাস থেকে পুলিশ সৌরভ সামন্ত নামে ১জনকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয় একটি ম্যাগাজিন দুই রাউন্ড কার্তুজ, দুটি মোবাইল ফোন, ১২হাজার টাকা সহ একটি সিলভার কালার সাদা চারচাকা গাড়ি। বারুইপুর পদ্মপুকুর বাইপাশে ঘোড়াঘুড়ি করছিল, সেই সূত্রধরে বারুইপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর রনি সরকার সাদা পোশাকে ঘিরে ফেলে গাড়িটিকে। আটক করা হয় করে গাড়িরটি। গাড়ির ভিতর থেকে একজনকে আটক করে, নাম সৌরভ সামন্ত ওরফে রানা। পুলিশ সূত্রে খবর সৌরভ সামন্ত বারুইপুর–সোনারপুর–নরেন্দ্রপুর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে লরি, চারচাকা সহ একাধিক গাড়ি থেকে জোর পূর্বক টাকা তুলত বলে খবর। সোনারপুর নরেন্দ্রপুর থানায় একাধিক ক্রিমিনাল কেস রয়েছে,বারুইপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারীক সৌমজিৎ রায় বলেন এর নামে একাধিক অভিযোগ ছিল আমাদের কাছে, গতকালের খবরটা পারফেক্ট ছিল, তাই আমরা কালকে ধরতে সাফল্য পাই। তাকে আজ বারুইপুর কোর্টে পুলিশি হেফাজতের নেওয়ার আবেদন জানিয়ে পেশ করা হল।

নরেন্দ্রপুরে অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড শিমুলতলায় রাস্তার পাশে পুকুর থেকে কানে হেডফোন দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, খুন করে পুকুরে দেহটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। মুখে আঘাতের চিহ্ন থাকলেও এটা খুন নাকি দুর্ঘটনা সে সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার ডি–এস–পি মহিত মোল্লা বলেন,এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে তদন্ত চলছে। এদিন সকালে এক সবজি বিক্রেতা প্রথমে পুকুরে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় দিনের পর দিনরাতের দিকে বহিরাগত লোকদের আনাগোনা বেড়েই। চলছে মদ্যপানের আসর। বিষয়টি পুলিশ সহ স্থানীয় বিধায়কেও জানানো হয়েছে। কাউন্সিলর মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, অন্যত্র খুন করে দেহ এখানে ফেলা হয়েছে। মুখে আঘাতের চিহ্ন আছে। পুলিশ পরিচয় খুঁজে বের করুক। গভীর রাতের দিকে এলাকাতে অসামাজিক লোকজন এসে যাতে মদের আসর না বসাতে পারে সেজন্য পুলিশকে বলা হয়েছে। অন্যদিকে গভীর রাতে অস্ত্রসহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো সোনারপুর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ শাহাদাত। তার কাছ থেকে একটি বন্ধুকও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ পুলিশ পেয়েছে।

হাওড়া আলমপুরে মরণ ফাঁদ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া আলমপুর হল একটি ব্যস্ততম বাস স্টপেজ। এই আলমপুর দিয়ে চলে গেছে (বম্বে রোড) হাইওয়ে। আলমপুর থেকে একটা রোড ধূলাগড় ও রানিহাটি হয়ে চলে গেছে।আর একটি রোড অঙ্কুরহাটি উপর দিয়ে হাওড়া ও দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে চলে গেছে কলকাতা দিকে। আলমপুর থেকে অপর রোড আন্দুল,মৌড়ি,বকুতলার উপর দিয়ে বি–গার্ডেন হয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আলমপুর বাস স্ট্যান্ডের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রাস্তার বেহাল অবস্থা। তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। যান চলাচল রীতিমত বিপদজনক। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সারানো হলেও তা কিছুদিনের মধ্যেই বেহাল হয়ে পড়ে।

নিত্য যাত্রীদের মতে,এই জায়গায় উপযুক্ত জল নিকাশি ব্যাবস্থা না থাকার জন্য জমছে জল, তার ফলেই রাস্তা আরও খারাপ হচ্ছে। যতবার রাস্তা সারাই হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই সড়ক দিয়ে বাস,লড়ি,অটো,টোটো ও নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচল করে। আবার হাইওয়ের দু'দিকে গড়ে উঠেছে সারিসারি কারখানা। তাই ভারী যানের এখানে নিত্য রোজগারের টানে প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত

এইসব কারখানায়। ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে অবিলম্বে এই জায়গার রাস্তা সারাই না করলে ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাবেকার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ দপ্তর জয়নগর ডিভিশনাল অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হল। গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ ট্যারিফ অর্ডার ২০২৩–২৪ বাতিল, অত্যাধিক বিদ্যুৎ বিল, বিলের ডিসকানেকশান রিকানেকশন চার্জ ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা বাতিলসহ একাধিক দাবিতে এদিন এই ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন অ্যাবেকার তরফে অসিত ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু মুখার্জী, সজল পাল, রাজকুমার নস্কর, কানাই ঘোষ, প্রকাশ মাইতি সহ আরো অনেকে। এদিন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ৬ জনের এক প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎ দপ্তরের জয়নগর ডিভিশনাল অফিসার জয়দীপ সরকারের সঙ্গে দেখা করে এই ডেপুটেশনের দেন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি নামখানা : বাড়ির ভেতর থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পশ্চিম অমরাবতী গ্রামে। মৃত যুবকের নাম অনুপ পড়ুয়া। বুধবার সকালে ফ্রেজারগঞ্জের পশ্চিম অমরাবতী গ্রামের বাড়ি থেকে বছর ২৪ –এর অনুপের দেহ উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা।

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার ২

নৈহাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটি থানা এক বড়সড় সাফল্যের খতিয়ানকে তুলে ধরল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে নৈহাটি থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মোড়ে এক্সিস ব্যাঙ্কের কাছে একটি স্করপিও গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, নৈহাটি থানার টহলরত পুলিশের সন্দেহ হয়। এই গাড়ি থেকে হালিশহর থানার হাজিনগর বরওয়াডি কল এলাকায় বছর কুড়ির নিশান আহদে ও বছর একুশের খুরশিদ ইকবাল নামে দুজন দুষ্কৃতিকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চার রাউন্ড কার্তুজ সহ হাতেনাতে পাকড়াও করেন তারা। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ওই গাড়িটিতে আরও একজন ছিল। তার এখনও হদিশ মেলেনি। পালিয়ে যাবর পর এই দুষ্কৃতির খোঁজ করতে নৈহাটি থানার পুলিশ জোর কদমে তদন্ত চালাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এই

দুষ্কৃতিরা গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কি উদ্দেশ্যে এখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল? পরদিন নৈহাটি থানার পুলিশ আদালতের আদেশের ভিত্তিতে ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় এবং বুধবার দুই দুষ্কৃতিকে মেডিকেল করানোর জন্য নৈহাটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ধারায় মামলা শুরু করে। তবে ধৃতদের ডাকাতির উদ্দেশ্যই ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। এ প্রসঙ্গে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়, 'নৈহাটি থানার নাইট পেট্রোলিং অফিসার এক্সিস ব্যাঙ্কের সামনে একটি সন্দেহজনক স্করপিও গাড়ি দেখে তা তল্লাশি করতেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সমেত দুজনকে আটক করে ও পরে তাদের গ্রেপ্তার করে নৈহাটি থানার পুলিশ। ধৃতরা হালিশহর এলাকারই বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা তদন্তের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে পারব আশা করি।'

কালাচের কামড়ে শিশু সাপ নিয়ে হাসপাতালে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হল এক দেড় বছরের শিশু। গত মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার ভরতগড় পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খোকন বর নামে ওই শিশু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বাসন্তীর ব্লকের মহেশপুরের শ্রীদাম বর ও সুপ্রিয়া বর দেড় বছরের শিশুপুত্র সন্ধ্যায় বাড়ির উঠানে কাপড় পেতে তার উপর বসে খেলছিল। সেই সময় তাকে প্রায় পাঁচফুট দৈর্ঘের একটি কালাচ সাপ কামড় দেয়। চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে খোকন। পরিবারের লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায় কাপড়ের মধ্যে বিশালাকৃতির একটি কালাচ সাপ রয়েছে। তারা সাপটিকে মেরে ফেলে।

তড়িঘড়ি শিশু সহ মৃত সাপ নিয়ে বাসন্তী হাসপাতালে হাজির হয়। সেখানে চিকিৎসক ডাঃ মিন্টু রঞ্জন পাল ও নার্স ডালিয়া খাতুনের নেতৃত্বে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ২০ টি এভিএস দেওয়া হয়।

শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। সেখানে নিয়ে গেলে ওই শিশুকে সিসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে শিশুটির চিকিৎসা চলছে।

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে পাঁচ ফুট কালাজ সাপ কামড়ের সময় যত পরিমাণ বিষ প্রয়োগ করবে, শিশুটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শিশুটির ওজন কম। সেই কারণে দ্রুত বিষ ছড়িয়েছে। ফলে শিশুটি এখনও বিপদ মুক্ত নয়।'

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নিম চারা রোপন সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোনা মাটি আর জলে জঙ্গলে ঘেরা পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। অরণ্যের প্রত্যন্ত ব্লক বাসন্তীর ঝড়খালি। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মূখীন হয়েছেন। আয়লা, আম্ফান, ইয়াস, বুলবুল, ফনী ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হতে হয়েছে সুন্দরবনকে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলোকে একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এমনটা হাওয়ার কারণ অরণ্য কমে যাওয়া। দিনের পর দিন বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে সাধারণ মানুষ বিপদের সম্মুখীন। এমন পরিস্থিতিতে বাঁচার একটাই উপায় যত বেশি সম্ভব গাছ লাগানো।১৪ জুলাই

থেকে অরণ্য সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে। গ্রামের মায়েদেরকে নিয়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে স্থানীয় এক সেচ্ছাসেবী সংগঠন। ইতিমধ্যে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক হাজার হাজার নিম চারা রোপণ করা হয়েছে। গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মায়েদেরকে দিয়ে নিম এবং ফলের চারা নার্সারি তৈরি করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।সংগঠনের সম্পাদক জানিয়েছেন, নিম একটি প্রাচীন ঔষধী গাছ। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখার জন্য এমন কর্মসূচি আগামী দিনেও আমরা চালিয়ে যাবো।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পুলিশ সাইকেল ঠেলছে

(শ্রীতীরন্দাজ)

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণার কয়েকটি অঞ্চল সফর করার সময় এক জায়গায় একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখলাম পুলিশ সাইকেল ঠেলছে। সাইকেলের সামনে ও পিছনে চালের বস্তা। চালের চোরাই চালানদারদের সঙ্গে পুলিশের সহযোগিতা। চাল আসছে সুদূর লাট থেকে। আসছে কাকদ্বীপ, কুলপী, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থান থেকে। বাসুদেবপুর (ঢোড়া), শ্যামপুর, সবরেড়ে, জোগাড়িয়া, সরাচি হয়ে সড়কপথে গাড়ীগাড়ী চাল এসে উঠছে মগরাহাট থানার দেউলা স্টেশনের নিকটবর্তী ভোলের হাটে। ঘটকপুরের মোড়, হটুগঞ্জে রয়েছে চালধরার জন্য চেকপোস্ট। তাছাড়া শুনলাম ডায়মণ্ডহারবার থেকে মোবাইল পুলিশ ভ্যানও টহল দেয়। হোমগার্ডের ব্যবস্থা আছে। চোখে যা দেখলাম এবং স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ শুনে বুঝলাম চোরাই চাল চালানদাররা পুলিশ, হোমগার্ড ও একশ্রেণীর সমাজবিরোধীদের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্ভয়ে পুরোদমে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। দৈনিক হাজার হাজার মণ চাল ভোলের হাটে কেনা বেচা হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ চাল আবার উস্থি হাট থেকে শিরাকোল দিয়ে সোজা আমতলায় এসে জমা হচ্ছে। এখান থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে ঠাকুর পুকুর হয়ে কলকাতায় পাচার হচ্ছে। ফলে প্রায় অঞ্চলে চালের দর হু হু করে বেড়ে চলেছে। বর্তমান বাজার দর হচ্ছে মণ প্রতি ১১০ টাকা। খোলা বাজারে আটার কিলো ২.৫০ পয়সা। সাধারণ গ্রামবাসীদের অবস্থা কি শোচনীয় তা অনুমান করতে পারছেন। আমার জিজ্ঞাষ্য চোরাকারবারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই কি সরকার চেকপোষ্ট বসিয়েছেন? আর তা যদি হয় তাহলে মাস মাহিনা দিয়ে পুলিশ কর্মচারী না পুষে বরং স্থানীয় বেকার যুবকদের কমিশনের ভিত্তিতে এই মহৎ কাজে নিয়োগ করা হোক। তাতে বেকারও কাজ পাবে এবং সরকারী কোষাগারেও বেশ কিছু জমা পড়বে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিডিও সাহেব এ সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশ করবেন কি?

৭ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ২২শে ভাদ্র, ১৩৮০, শনিবার

ডুবে যাওয়া যুবককে উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের উদ্যোগে প্রাণে বাঁচলেন নদীতে ডুবে যাওয়া এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার মাতলা ব্রীজ সংলগ্ন মাতলা নদীতে।

মঙ্গলবার ঘড়ির কাঁটা তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটার ঘরে। ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে খবর আসে মাতলা নদীতে এক যুবক ভাসছে। তড়িঘড়ি হাজির হয় ক্যানিং থানার পুলিশ। মাতলা নদী থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে। পুলিশের তরফে ওই যুবককে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবকের চিকিৎসা চলছে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোনারপুরের রাধা গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা তপন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী সারথী ও তিন ছেলে রয়েছে। ছোট ছেলে সন্দীপ মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন। এদিন মায়ের সঙ্গে ট্রেনে চেপে ক্যানিংয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে মাকে সাথে নিয়ে মাতলা নদীর লঞ্চঘাটে যায়। সেখানে সন্দীপ তার মা সারথী দেবীকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। ভাসতে ভাসতে মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় নদীর চরাতে আটকে যায় সে। সেখানে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। নদীতে তখন ভাটা চলছিল। এমন ঘটনা নজরে পড়ে স্থানীয় মানুষের। তারা ক্যানিং থানায় খবর দেয়।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় ক্যানিং থানার এসআই তমাল দত্ত সহ পুলিশ বাহিনী। মাতলা নদী থেকে ওই যুবককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে। নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের বাবা তপন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ছেলে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন। চিকিৎসা চলছে। এদিন মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছিল। মাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। পুলিশ না উদ্ধার করলে ছেলেকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পেতাম না। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

চম্পাহাটির হারাল গ্রাম থেকে উদ্ধার ৮০০ কজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও বারুইপুর চম্পাহাটি হারাল গ্রামে পুলিশের অভিযান প্রায় ৮০০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করল বারুইপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে হারাল গ্রামে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে বাগানের মধ্যে একটি ঘর দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের সেখানে গিয়ে পুলিশ দেখে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই বাজি কারা মজুদ করল তার সন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দত্তপুকুরের বিস্ফোরণের পর চম্পাহাটিতে তিন বারের অভিযান চালায় পুলিশ। আগামীদিনেও নিষিদ্ধ শব্দবাজি ঘটতে পুলিশের অভিযান জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি বাজিগ্রামে সচেতনতামূলক প্রচারও চালাবে প্রশাসন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর – ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ইন্ডিয়া বিতর্কে ত্রিবর্ণও উঠুক

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্নেহের ভগিনী নিবেদিতাকে একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। যে মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছিল নিবেদিতার জপ ধ্যানের সঙ্গে– ভারত, ভারত, ভারত। দার্জিলিং–এর রয় ভিলায় যখন তিনি জীবনের শেষ সূর্যোদয় দেখতে দেখতে মহা সমাধিতে লীন হলেন সেদিনও স্বামীজির সেই দীক্ষা মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে ছিল অনুমান করা যায়। সেই মন্ত্র নিয়েই সম্প্রতি রাজনৈতিক মহল চূড়ান্ত চর্চায়, এই মুহূর্তে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতিও। পশ্চিমবঙ্গ শুধু বাংলা হবে কিনা কিংবা আলাদা রাজ্য সঙ্গীত কোনটা হবে এই নিয়ে কিছু নির্বাচিত সুশীল ও বুদ্ধিজীবীদের নানা মতবাদ ভেসে উঠেছে গণমাধ্যমে। বিরোধী জোটের 'ইন্ডিয়া' নামকরণের পাল্টা 'ভারত' এই ভাবনায় গণমাধ্যম সোচ্চার হলেও সংবিধানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'– এই মর্মে। ইউরোপীয় ভাবনায় ইন্ডিয়া বা হিন্দুস্তান এমন ভাবনা ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক পরিবেশে পল্লবিত হয়েছিল।

অতীতে ইতিহাসের দিকে তাকালে জানা যায় রামচন্দ্রের খড়ম মাথায় নিয়ে যে রামরাজ্যের ভাবনায় তাঁর ভাই ভরত দেশ শাসন করেছিলেন সেই দেশই আজকের ভারত বা ভারতবর্ষ। এর আগেও ভারতবর্ষের নানা নাম ছিল।

প্রশ্ন উঠেছে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বিতর্ক কোন শিবিরের দিকে সুবিধাজনক হাওয়া নিয়ে আসবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে নামকরণের রাজনীতি দেশভাগের পর থেকেই নিয়মিত চলে আসছে। পারিবারিক সদস্যদের নামে দেশের নানা প্রকল্প পরিকল্পনার পাশাপাশি ভারতরত্নের মত পুরস্কার তারা নিজেদের ক্ষমতা বলে নিজেরাই 'গ্রহণ' করেছেন। ইতিহাসে শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের আমলেই নয় বর্তমান কালেও দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী নিজের নামেই আস্ত একটি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের নাম বদলে নিজের নামে করেছেন। দেশের সংবিধান পরিবর্তন কোনও কোনও ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়ে। ইন্ডিয়া বা ভারতের নামে যেমন কোনও রাজনৈতিক মঞ্চের নামকরণ করা অনৈতিক ঠিক তেমনি জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকায় থাকা উচিত কিনা এ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। এ ব্যাপারে লোকসভায় দলীয় ঐক্যমত জরুরি। দেশের নাম নিয়ে কোন রকম রাজনৈতিক বালখিল্যপনা ভারতের মত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আবহে সুস্থ বার্তা বয়ে আনতে পারে না। ভারত–ইন্ডিয়া বিতর্কে ত্রিবর্ণ বিষয়টিকে আলোচনায় আনলে ভবিষ্যতে জাতীয় পতাকার সঙ্গে কোন কোন রাজনৈতিক দলের পতাকার মিল আর অনর্থ সৃষ্টি করবে না। নানা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

জীবভাব পরিত্যাগ করে পরমাত্মার পরম ভাব পরিজ্ঞাত হলে সর্বদুঃখের অবসান হয়ে মুক্তি লাভ করা যায়। যে জ্ঞানময় শরীর নিমেষের মধ্যেই এক স্থান হতে সুদূর স্থানে গমন করতে পারে, সেই জ্ঞানই পরমাত্মার আকৃতি। যে জ্ঞান রাজ্যে ইহলোকের মত মত ত্রিকাল অনুপস্থিত, তেমন জ্ঞানরাজ্যই পরমাত্মার আকৃতি। দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই তিন ভাব যাঁর মধ্যে থেকেও নেই, যিনি অবস্থান করে, সেই হল পরমাত্মার আকৃতি। যিনি চিন্ময়, অথচ পাথরের মত চেষ্টাশূন্য, অন্তরে ও বাইরে যত বিষয় সমূহ আছে সবকিছু যাঁর সাথে সংপৃক্তি হলেও সকলের থেকে পৃথক যে একমাত্র সত্তা, তা ই হল পরমাত্মার আকৃতি। আকাশের শূন্যতা, জ্যোতিঃর জ্যোতিঃকেন্দ্র, পরমাত্মা অধিষ্ঠিত সকলকিছুই পরমাত্মার রূপ। হে রাম! আকাশের কোনও রঙ নেই অথচ বিভিন্ন রঙে রঙ্গীন আকাশও দেখা যায়, তেমনই চিদ্‌ময় পরমাত্মায় জগদ–ভ্রম প্রতীত হয়– এই সত্যজ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায়। সুতরাং দৃশ্যাদির অসত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়জ্ঞান না হলে ব্রহ্মকে জানা অসম্ভব। তোমার চিত্তমল মোচন করে আমি শীঘ্রই তোমায় অহং শূন্য হতে সহায়ক হব, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ব্রহ্মচৈতন্যের কল্পনা। সুতরাং সব কিছু ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু হয়ই না, এই অপরোক্ষ বোধই হল ব্রহ্মজ্ঞান।

রাম বললেন, প্রভো! ব্রহ্মজ্ঞান আবার কেমন জ্ঞান? আমি তা কি করে লাভ করব? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! জগৎসর্বস্ব মিথ্যাজ্ঞান জীবের অন্তরে দীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়ে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তা উচ্ছিন্ন হয় না। তোমার তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের উদ্দেশ্যে আমি উদাহরণ সহযোগে যা বলছি শোন। এই উপদেশ শুনে তুমি যে মুক্ত, তা বুঝতে পারবে। আর চপলতার কারণে যদি তার অর্থগ্রহণ করতে না পার, তবে সিদ্ধি অপ্রাপ্ত থেকে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে এই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, যা শ্রবণমাত্রেই তত্ত্ববোধ উদিত হয়। আত্মবিচার এবং আত্মকথা শ্রবণ ছাড়া সংসার দুঃখ ধ্বংস করার অন্য উপায় নেই। ব্রহ্মে বিশ্রান্ত হয়ে তদ্‌গতপ্রাণে যাঁরা ব্রহ্মকথা বলেন, আনন্দচিত্তর সেই সাধুগণ ব্রহ্মনিষ্‌ হয়ে জীবন্মুক্ত এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সাধুগণ দেহান্তে মুক্ত হতে পারেন। রাম বললেন, জীবন্মুক্ত এবং দেহান্তে মুক্ত এই দুইভাবে মুক্তের লক্ষণ আমায় বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, শাস্ত্রানুসারে কর্ম করেও এই জগৎকে যিনি স্বপ্নের মত সত্তাশূন্য, আকাশের মত নিরাকার দেখেন, তিনি জীবন্মুক্ত।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

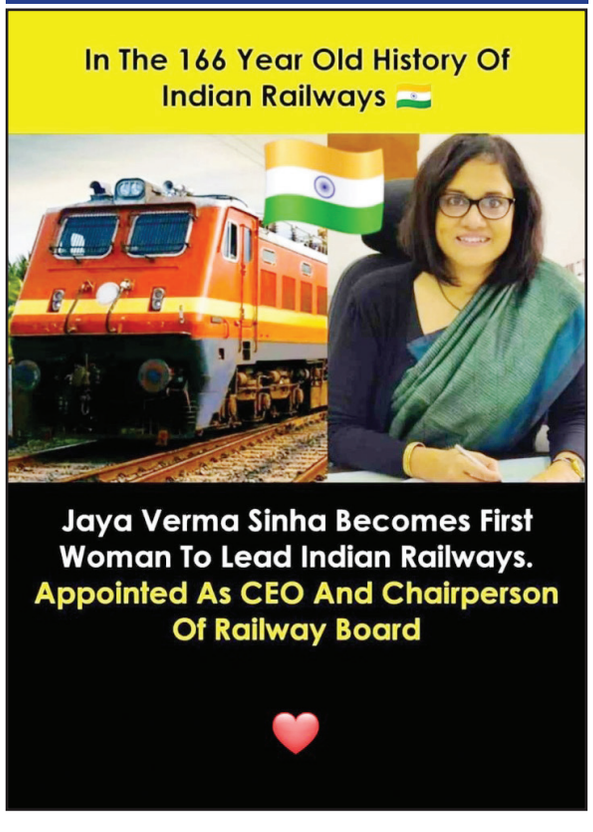

লজ্জা–ঘৃণা–ভয় তিন থাকতে নয়

নির্মল গোস্বামী

কে যেন বলেছিল লজ্জা–ঘৃণা–ভয় তিন থাকতে নয়। কাদের সম্পর্কে এই কথা বলেছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা জানা না থাকলেও আজকের প্রেক্ষিতে বুঝতে সহজ হয় যে আমাদের দেশের রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যেই যেন এই বাক্যটি বড্ড বেশি প্রযোজ্য। লজ্জা বস্তুটি সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জন না দিলে বোধ হয় রাজনীতি করা যায় না। বা ঘুরিয়ে বললে রাজনীতিতে করে খাওয়া যায় না।

মোদী সরকার গ্যাসের দাম কমালো। সেটা যে খবরের শিরোনামে আসবে না তা নয়। সেটা যে প্রচারে জোরালো ভাবে আসবে তাও জানা। তিন–চারটি রাজ্যে নির্বাচন সামনে এবং সেই জন্যই যে এই ছাড় তা বিরোধীরা না বললেও জনগণ জানে। যাই হোক এই ঘোষণার পর দিন টিভির পর্দায় ভেসে এলে একটি চিত্র। মোদীজী সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পুরুলিয়ার সাংসদ সুভাষ সরকার ঢাক সঙ্গে নিয়ে প্রচারে বের হয়েছেন। কি? না মোদী সাধারণ গ্যাসে ২০০ টাকা আর উজ্জ্বলা গ্যাসে ৪০০ টাকা করে কমিয়ে দিয়েছে। চাটুকারীতার একটা সীমা না মানলে, সেটা বোধ হয় চাটুকারিতা বলে বোঝা যায় না। মোদীজী আচ্ছে দিন আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় এসে গ্যাসের দাম ১৮৭ শতাংশ বাড়িয়েছেন। ৪০০ টাকার গ্যাস জনগণকে ১১২৯ টাকায় কিনতে হচ্ছিল।

জনগণ যারা গ্যাস ব্যবহার করে, তারা জানে কার আমলে গ্যাসের কত দাম হয়েছে। চার রাজ্যে নির্বাচনের জন্য ঠেলায় পড়ে মাত্র ১৭.৫০ শতাংশ দাম কমিয়েছে। রক্ত জল করা পয়সায় যারা গ্যাস কেনে তাদের কানের কাছে ঢাক বাজিয়ে মোদীর গুণ গান করা কতটা বাস্তব সেটা যে সুভাষবাবুরা জানেন না তা কিন্তু নয়। তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে প্রচারে নামতে হয়েছে। তবে সুভাষবাবুকে ধন্যবাদ ঢোল, কাঁসি বাঁশিকে সঙ্গে নেন নি।

সরকারি সমস্ত প্রকল্পের ভোক্তা, উপভোক্তা হল জনগণ। জনগণ সরাসরি বুঝতে পারে সরকারের কোন নীতির জন্য তাদের কী ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এই যে পেট্রোল ডিজেলের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি। এর দায় কে বহন করছে? যিনি ডিজেল কিনছেন শুধুমাত্র তিনি? না সমগ্র জনগণকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। ২০১৪ সালে সর্বনিম্ন বাস ভাড়া ছিল ৩ টাকা। তারপর ৫ টাকা হল। এখন যেকোনো বাসে উঠলেই ১০ টাকা দিতে হয়। রাজ্য সরকার বাস ভাড়া বাড়ায় নি। তবু জনগণ বাড়তি ভাড়া দিচ্ছে। কারণ তাদের জীবন বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে গড়া। জনগণ জানে রাজ্য সরকার কেন ভাড়া বাড়াচ্ছে না। কিন্তু প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় যাদের তাদের কিছু করার নেই। বাস্তবের দাবি মেনে নিতেই হয়। অনেক স্থানে প্যাসেঞ্জার নিজেরাই বলেছে আমরা বেশি ভাড়া দেবো, তোমরা বাস চালাও। ফলে জনগণকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। কেন গ্যাসের দাম ১১৩৯ টাকা হল? আবার এখন কেন গ্যাসের দাম কমল? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। কতদিন এই দামে জনগণ গ্যাস পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভোট মিটলেই যে সুদে আসলে পুষিয়ে নেবে না সরকার সে বিষয়ে ও কোনো গ্যারেন্টি নেই। ঠ্যালার নাম বৃন্দাবন বলে একটা কথা আছে। ভোটের ঠ্যালায় দাম কমানোটা যে সরকার আন্তরিক ইচ্ছায় হয়নি তাও জনগণ জানে। সেই জনগণের কানের পর্দা ফাটিয়ে যদি ঢাক বাজায় তাকে নির্লজ্জ বললে কম বলা হয়। বিজেপি নেতারা বোধহয় ২০০৪ এর নির্বাচনের কথা ভুলে গেছে। অটল বিহারীর সরকার ব্যাঙ্কের সুদ কামিয়েছিল। আর সরকারী সম্পত্তি বিক্রির জন্য একটা দপ্তর খুলেছিল। এছাড়া আর কোনো বদনাম ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি কম ছিল। বাজারদর একই জায়গায় ছিল। কারগিলের যুদ্ধ জিতে ছিল। দ্বিতীয়বার পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল আমেরিকার চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে। তবুও হেরে গেল। তার কারণ ছিল বিজেপি নেতারা প্রচার করল এখন জনগণ 'ফিলগুড' অবস্থায় আছে। জনগণ বুঝতে পারছেন না তারা কি ভালো অবস্থায় আছে। কিন্তু প্রমোদ মহাজনের আমদানি করা 'ফিল গুড' শ্লোগানই কাল হল। ঠিক সেইভাবে এই নেই রাজ্যের অধিবাসীদের যদি মোদী গুণ জোর করে শোনাতে যায়। তাহলে হিতে বিপরীত হবে না তো?

শুরু করেছিলাম লজ্জা দিয়ে। লজ্জাহীনতার অসংখ্য উদাহরণ আছে মেজো–সেজো–ছোটো নেতাদের ক্ষেত্রে। সে কব ধর্তব্যে আনলে চলবে না। বড় বড় মাথা যাঁরা তাদের কথাই বলি। মুম্বাইয়ে যে বিরোধী জোটের সম্মেলনে দেখা গেল লালু প্রসাদের এক হাত ধরে সিপিএম'র সর্বোচ্চ নেতা সীতারাম ইয়েচুরী আর এক হাত ধরে আছেন সিপিআই–এর বড় নেতাডি রাজা। লালু প্রসাদ কী করেছে তা সারা দেশাবাসী জানে। জেল খাটা সাজাপ্রাপ্ত আসামী। সরকারী টাকা লুট করেছিল। আগেকার দিনে জেলখাটা আসামীদের সমাজে ঠাঁই হত না। এখন দেখা যাচ্ছে রাজনীতির উচ্চ মঞ্চে তিনি গদিয়ান। লালুর লজ্জা নাও থাকতে পারে। কিন্তু বামপন্থীরা। তারা তো ব্যক্তিগত দুর্নীতিতে কোনো দিন জড়িয়ে পড়ে নি। সেই বাম নেতাদেরও লজ্জা উধাও। জনগণের কাছে এরা কি বার্তা দিতে চাইছে, লালু অপরাধী ছিল না? লালু তো আর নিম্ন আদালতে থেমে থাকেন নি। তিনি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছেন। তবুও লালু অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। সেই লালু কি সরকারি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন? কোন যাদুবলে লালু সাধু হল? কংগ্রেস সহ অন্যদল হল বুর্জোয়া দল। তারা ক্ষমতা, দুর্নীতি, ভোগ বিলাস এই সব করার জন্য রাজনীতি করে। কিন্তু বামপন্থীরা তো দিনবদলের বিশ্বাসে রাজনীতি করে। দিনবদল করতে না পারলেও কেউ দোষ দেবে না। কিন্তু ছাপ মারা চোরের হাত ধরে নীতি নৈতিকতা ত্যাগ করলে তো আঙুল তুলবেই। এই রাজ্যে পিসি, ভাইপো চোরেদের সর্দার, লুঠেরাদের ডাকাত রাণী এই কথা তারা হররোজ বলছে। তবুও তারা এখন দোষী সাব্যস্ত হয়নি। সেই তাদের নেতার নেতা চোর লালুর হাত ধরে তুলে ধরছে এই দৃশ্য দেখতে হবে কেউ কি ভেবেছে কখনও? ওই যে রাজনীতির খেলা? এ খেলা বড়ো আজব খেলা। চক্ষু লজ্জা থাকলে কেউ কি লালুর হাত ধরতে যায়। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এক বৃদ্ধ অথর্ব্য নেতার হাত ধরেছে রাজনীতিতে ভেসে থাকার জন্য। আর চক্ষুলজ্জা থাকলে তো রাজনীতি করা যায় না। আদর্শ হারা, সংগঠন হারা বামেরা এখন দিশাহারা। তাদের লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই, ঘৃণাও নেই। রাজ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। আর বাইরে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার সঙ্গে গলাগলি। যাদের চক্ষুলজ্জা আছে, ঘৃণা আছে, ন্যায়নীতি ভ্রষ্ট হবার ভয় আছে তারা বামেদের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

ইগো থাকলে সত্য জানতে দেয় না

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

মহাত্মা যুধিষ্ঠির, মহর্ষি ভৃগু ও ভীষ্মদেবের মতে, যিনি ব্রহ্মাকে জেনেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। মহানির্বাণতন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র এবং নিরালম্ব উপনিষদেরও একই কথা। কিন্তু মহাভারতে শ্রীহনুমান বলছেন, 'তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম। এতে অন্য কারও অধিকার নেই।' ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় রাজা মুচুকুন্দকে বলছেন, 'আমার প্রতি চিত্তকে সংযত করে তপস্যা দ্বারা পাপ নাশ কর। পরজন্মে তুমি সর্বভূতের উপকারী উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে গুণাতীত পরমানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম আমাকে লাভ করবে সন্দেহ নেই।'

জন্মন্যন্তরে রাজন সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ।/ভূত্বা দ্বিজবরস্তং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্।

ব্রহ্মার (পুরুষের) মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগলের থেকে ক্ষত্রিয়, নাভি (উরু) থেকে বৈশ্য ও পদতল থেকে শূদ্র সমুৎপন্ন হয়েছে (মহাভারত)। এ উপনিষদের পুরুষসুক্ত মন্ত্রের অংশ। একথা বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে। (ঋকবেদ – ১০/৯০ সূক্ত, তৈত্তিরীয়ারণ্যক – ৩/১২, অথববেদ – ১৯/১/৬–৭)। পুরুষ দেবতা, নারায়ণ ঋষি।

সৎ ব্রাহ্মণের দেহে দেবতাগণ বাস করেন (কালী, সিংহ মহাঃ, অনু, অঃ– ৯৩, পৃঃ ২৬২)। সৎ ব্রাহ্মণের অপরিগ্রহ। ভাগবতশাস্ত্র (৬/৭/৩৬) মতে পুরোহিতের কাজ নিন্দনীয়। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে– মহর্ষি মার্কণ্ডেয় (বনপর্ব–১৯৯)। দেবতাদের পুরোহিত বিশ্বরূপ (ত্রিশিরা) বলেছেন, পুরাহিতের কর্ম অত্যন্ত নিন্দনীয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যজমেনে পুরোহিতের অন্ন খেয়ো না, তাদের অন্ন দিও না। তারা যেখানে বসে খায় সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়'। 'কলির ব্রাহ্মণ হবে'– 'বিভীষণ' অর্থাৎ মিথ্যার ব্রাহ্মণ। 'শূদ্রের শ্রাদ্ধ নিষ্ফল– শূদ্রাপতি শ্রাদ্ধ করলে তা নিষ্ফল হয়'– দেবর্ষি নারদ (মভাঃ, দ্রণ, অঃ–৩)। মনুসংহিতা মতে দেহে ক্ষত থাকলে দেবতার স্পর্শ নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব পুরোহিতেরই দেহে ক্ষত থাকে। তবু তারা পূজা পাঠ করে থাকেন। পোকায় খাওয়া বা বাসি ফুলে দেবপূজা হয় না। তবুও তারা বাসি ফুলে পূজা করে থাকেন। কোনও পূজাই শাস্ত্রমতে হচ্ছে না। স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ বা ছদ্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা পূজা নিয়ে ছেলেখেলা করছেন। ধর্মের নামে যে অত্যাচার চলে, তাতে সংশ্লিষ্ট ধর্মের ভাবমূর্তিই ক্ষুন্ন হয়। এই জন্য কলিতে দেবপূজা ও হোমযজ্ঞের ক্রিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। সেই রামও নেই, আর সেই রাবণও নেই। সত্ত্বগুণ স্বভাব হলে এবং ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলে তাঁকে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলে। মহাভারতে ব্রাহ্মণগণকেই কেবল সন্ন্যাসের অধিকার দেওয়া মহর্ষি মনুও তাই বলেছেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোরভাবে শাস্ত্রবিধি মেনে চলতেন। রাজস্থানের রাজসভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জয়নারায়ণ শাস্ত্রী ছাড়া আর কাউকেই তিনি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস দেননি।

স্বভাব হচ্ছে স্বীয় ভাব। এটাই প্রকৃতি (গীতা–৫/১৪,৮/৩, ১৮/৪৬)। সমগ্র জীব জগৎ স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো– এই তিন গুণের সাম্য অবস্থাই প্রকৃতি। এদের বিক্ষোভেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। মানুষের মধ্যে যার যে গুণের প্রাধান্য বেশি, তার স্বভাবটিও সেইরকম। মানুষের এই প্রকৃতির পরিবর্তনের চেষ্টাই হল সাধনা। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ উলটে যাওয়া। যার স্বভাবের যতটা পরিবর্তন হয় তার ততটাই দৈবকৃপা ও ঈশ্বর লাভ হয়। এই প্রকৃতিকে জয় করার সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এজন্য শ্রীচৈতন্য বললেন, 'যে তার পূর্ব স্বভাব ছেড়ে আমার ভজনা করে, আমি তার ভজনা করি।'

স্বভাব প্রকৃতি সংস্কার পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বর্তমান জন্মে তার ফল ভোগ হয়।

এই জন্মান্তরীণ কর্মফলই হচ্ছে প্রারব্ধ যা বর্তমান জন্মে ভোগ হবে বলেই এই দেহধারণ হয়েছে। এই প্রারব্ধই কর্মফলরূপী ঈশ্বর। মহর্ষি জৈমিনি তাঁর পূর্ব মীমাংসায় একথা বলেছেন। কোনও কিছু করে এই কর্মফলের ভোগ ঠেকানো যায় না। যার যা সংস্কার আছে তাই হবে। পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে বর্তমান জন্মের কর্ম করা হয়ে থাকে। মানুষ এই সংস্কারের দাস। সে সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। সংস্কার ত্যাগ করার চেষ্টা করলেও যথা সময়ে সেটা ফুটে বেরোয় যা মনের সংযম দ্বারা দমন করা যায়। এজন্য চাই সদগুরুর উপদেশ ও সৎসঙ্গ। 'মরা থেকে রাম' হবে। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানানুভূতি সংস্কারের ব্যাপার।

দেশ দেশান্তরে

বিশের বিশ্ব

প্রণব গুহ

সবে আসিয়ান বৈঠক সেরে এসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চিনের ভৌগোলিক আগ্রসনকে তুলোধনা করে এসেছেন সেখানে। সে রেশ এখনও কাটেনি। এই আবহে দেশের রাজধানী দিল্লিতে আজ থেকে শুরু হয়ে গেল জি–২০ শীর্ষ বৈঠক। এক টেবিলে একসঙ্গে বসবেন বিশ্বের সেরা ২০টি দেশের কর্ণধারেরা। আমন্ত্রিত দেশ হিসাবে যোগ দিচ্ছে অখণ্ড ভারতের অংশ আমাদেরই প্রতিনিধি বাংলাদেশ। এমন এক বিশ্ব মঞ্চে নেতৃত্ব দেবে কিনা ভারত! এ কি কম কথা। স্বভাবতই অভিনব সাজে সেজে উঠেছে দিল্লি, নিরাপত্তাবলয় হয়েছে নিশ্ছিদ্র।

কিন্তু বিশ্ববাসীর কৌতূহল, বাইরের মত অন্দরের আলোচনাও কি সেজে উঠবে সাধারণের সমস্যার আলোয়। যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর নাগরিকদের প্রতিদিন উদ্বাস্তু হওয়া কি আটকাতে পারবে এই বৈঠক। এই বৈঠক কি ফিরিয়ে দিতে পারবে আফগানী মেয়েদের শিক্ষার অধিকার। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে কি কাজ, সুস্থ জীবন দিতে পারবে এই বৈঠক। বিশ্বের কোণায় কোণায় যারা এখনও নিরন্ন তাদের মুখের গ্রাস জোগাতে পারবে এই বৈঠক। জীবন যন্ত্রনায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে রোজ আত্মহত্যার পথে পাড়ি দিচ্ছে যারা তাদের কি পিছন থেকে টান দিয়ে এই বৈঠক বলতে পারবে–এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেও না দাঁড়াও বন্ধু, আমরা তোমার পাশে আছি। জানে না, বিশ্বের কোনো সাধারণ মানুষ কেউ জানে না এই বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু। শুধু এটুকু জানে, এমন বৈঠক আগে অনেকবার হয়েছে এবং তাতে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কিচ্ছু আসে যায় নি।

এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেওয়া ভারত ইতিমধ্যে পাড়ি দিয়েছে চাঁদে, সূর্যে। প্রতিশ্রুতি জাগাচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার। কিন্তু সে এখনো নিজে দেশের মানুষকে দারিদ্রতা মুক্ত করতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ তাই এই বৈঠক নিয়ে উচ্ছ্বসিত নয়। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জি–২০ র নানা বৈঠক হলেও তেমন কোনো সাড়া জাগেনি তাতে। সকলেই জানে নেতাদের চাল চলন আর ভাবনার কথা। তারা ভাবে বাণিজ্য, নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্কের মত ভারী

ভারী বিষয়ের কথা। অন্যদিকে, শত বাধা টপকে সেই লড়াই করেই সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। যদিও এবারের বৈঠকের মূল সুর ভারতের সেই মহান শ্লোক 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। অর্থাৎ এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ। অতএব এই সুরেই বাঁধতে হবে এবারের আলোচনার গিঁট। আর এই সুরকে সমবেত সঙ্গীতে পরিণত করতে হলে চাই বন্ধুদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। চিন রাশিয়ার আগ্রাসন এই সুরে কতটা সুর মেলাবে বা তাদের মেলাতে বাধ্য করা যাবে কিনা সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। বিশ্বের সুখী সূচকে উপরের দিকে থাকা দেশগুলির সঙ্গে নিচের দিকের দেশগুলি ভবিষ্যৎ এক করতে গেলে চাই শোষণমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত পৃথিবী। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কিন্তু সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে না। এমনকি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানে প্রাথমিক চাহিদাগুলো পুরনেও ব্যর্থ বিশ্বনেতারা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের একাধিক দেশে শুরু হয়েছে হাহাকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের উল্লাস। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই গড়তে হবে এক পরিবারে ইমারত। এটাই বিশের বিশ্বে একটাই দাবি।

এদিকে আবার নানা অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হবার ভয়ে আগেই পালিয়ে বেঁচেছেন চিন ও রাশিয়ার শীর্ষ নেতারা। যাই হোক তবুও বৈঠক নিশ্চই সফল হবে। সব শেষে যৌথ বিবৃতি বলে দেবে আগামী দিনে কতটা মানুষের আর কতটা নেতাদের জন্য এগুবে বিশ্ব। আপাতত সেই অপেক্ষায় আমরা।

পাঠকের কলমে

মা কিচেন

আমি চেতলার একটি রেশন দোকানে বসি, অর্থাৎ খড়িদারগণকে ইপেস মশিন আঙ্গুলের ছাপ মিলিয়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে থাকি। চাল গম দেওয়ার সময় মানুষকে বলি দাদা এক প্যাকেট নুন নিন বা হলুদ নিন, লঙ্কা নিন বা জিরে নিন। বেশির ভাগ মানুষ কিছু না কিছু নেয়, খুব কম সংখ্যক মানুষ নেন না। ঠিক সেই রকম ভাবে একজন ৬০–৬৫ বৎসর হবে মহিলাকে বললাম মাসিমা এক প্যাকেট নুন নিন। উনি বললেন না না বাবা আমার লাগবে না। আবারও বললাম অন্য কিছু নিন, এইবার উনি খুব শান্ত ভাবে বললো আমার ওসব কিছুই লাগে না, কারন আমি একা থাকি (স্বামী পরিতক্ত্য আরতী দাস, প্লাসটিক কাগজের ঘরে থাকেন)। আমার রান্না বান্না কিছুই হয় না একটা মন্দিরে টুক টাক কাজ করি কিছু টাকা পাই আর বার্ধক্য ভাতা পাই। দুপুর বেলা ৫ টাকা দিয়ে মা কিচেন থেকে ডিম ভাত খাই। রাতে কোনদিন জল মুড়ি অথবা কোনদিন হাটেল থেকে ৪টি রুটি, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা পিঁয়াজ ফ্রি বা এক টাকার চিনি কিনি নিই তাতেই চলে যায়। একা মানুষ কত খাব? আমার শরীরটা ভালো নেই হাতে পায়ে ব্যাথা, মাথা ঘোরে তাই বেশি কাজ করতে পারি না। আমার চাল গুলো আমার থেকেও যারা বৃদ্ধ যারা হাঁটা চলা ঠিক মতো করতে পারেন না তাদের দিয়ে দি।

যার বা যাদের অনুপ্রেরণায় এই মা কিচেন চালু হয়েছিল তাদেরকে হাজারও প্রণাম। প্রতিদিন মাত্র ৫ টাকায় পেট পুরে প্রোটিনযুক্ত খাবার পাচ্ছে কয়েক হাজার মানুষ। দীর্ঘজীবি হাক এই মা কিচেন।

শ্যামল কু মার সাহা
প্যায়ারী মোহন রায় রোড,
কোলকাতা : ৭০০০২৭, (চেতলা)

মরণফাঁদ বাখরাহাট রোড

অজস্র হাউজিং কমপ্লেক্স, নামী ইংরাজি মাধ্যম স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্প্রতি বাখরাহাট রোডকে আধুনিক নগরায়ণে পরিণত করেছে। অথচ বাখরাহাট রোডের অবস্থা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। দুর্ভোগে স্থানীয় অধিবাসী থেকে পড়ুয়া। হেলদোল নেই কারোর। এই রাস্তা দিয়েই একসময় যেতেন প্রাক্তন সভাধিপতি ফলে নিয়মিত মেরামত হতো রাস্তাটি। এখন সে আশায় ছাই পড়েছে, কবে কর্তৃপক্ষের হুঁশ ফিরবে কেউ জানে না।

সুশান্ত নাথ
রসপুঞ্জ, বিষ্ণুপুর

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

পেঁপে চাষে কীভাবে নেবেন যত্ন? জেনে নিন খুঁটিনাটি

লক্ষণ : স্ত্রী পোকা তার সূক্ষ্ম ওভিপোজিটরের সাহায্যে পরিপক্ক ফলের বাইরের দেওয়াল ছিন্ন করে এবং পরিপক্ক ফলের মেসোকার্পের ভিতরে ছোট গুচ্ছে ডিম ঢুকিয়ে দেয়। হ্যাচিংয়ের সময়, ম্যাগটস ফলের পাল্প খায় এবং সংক্রামিত ফল আরও গৌণ সংক্রমণের কারণে পচতে শুরু করে।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মিথাইল ইউজিনলের ফাঁদ একর প্রতি ৬-৮টি প্রয়োগ করে পূর্ণাঙ্গ মথ ধরা যেতে পারে। অ্যাজাডাইরেকটিন ১০০০০ পিপিএম @ ৩ মিলি/লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। এছাড়াও পাইরিপ্রক্সিফেন ০.৫% জি @ ০.৫ গ্রাম / লিটার বা কারবারিল ৫০% ডাব্লুপি @ ২.৫ গ্রাম / লিটার বা নোভালইউরন ২০% ইসি @ ১মিলি/লিটার বা অ্যাসিফেট ৭৫% এসপি@ ০.৭৫ গ্রাম/লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

গোড়া পচা লক্ষণ : মাটির কাছাকাছি কাণ্ডে জলে ভেজা দাগ পরিলক্ষিত হয় এবং আক্রান্ত অংশ পচে বাদামী বা কালো হয়ে যায়।

প্রতিকার : জমি থেকে ভালোভাবে জল বের করে দিতে হবে। ম্যাঙ্কোজেব ৭৫% ডাব্লুপি @ ২.৫ গ্রাম/লিটার জলে বা কপার অক্সি-ক্লোরাইড@ ৪ গ্রাম/লিটার জলে স্প্রে করতে হবে।

অ্যানথ্রাকনোজ লক্ষণ : প্রথম অবস্থায় ফলের উপর জল ছোপ-ছোপ দাগ দেখা যায় এবং ফল পাকার সময় এই দাগগুলি বাদামী থেকে কালচে হয়ে গিয়ে জায়গাটা নরম হয় ও পচে যায়।

প্রতিকার : প্রতি কেজি বীজ ম্যাঙ্কোজেব ৭৫% ডাব্লুপি @ ২-৩ গ্রাম হারে শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাউডারি মিলডিউ লক্ষণ : সাদা বর্ণের পাউডার পাতার উপর ও নিচের দিকে দেখা যায়, পাতা শুকিয়ে যায় এবং আক্রান্ত ফলের বিকাশ হয় না।

প্রতিকার : সালফার ৮০% ডাব্লুপি@ ৩ গ্রাম/লিটার বা কার্বেন্ডাজিম ৫০% ডাব্লুপি @ ১ গ্রাম/লিটার বা মাইক্লোবুটানিল ১০% ডাব্লুপি@ ০.৫ গ্রাম/লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাতা কুঁকড়ানো রোগ ও লক্ষণ : এই রোগের লক্ষণ পাতা কুঁচকানো, কুঁচকে যাওয়া এবং বিকৃত হওয়া, পাতার লেমিনা হ্রাস, পাতার প্রান্ত ভিতরের দিকে এবং শিরা ঘন হয়ে যাওয়া। পাতা মোটা, ভঙ্গুর এবং বিকৃত হয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল ও ফল হয় না। সাদামাছি দ্বারা এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার : আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলুন। পেঁপের কাছে টম্যাটো, তামাক চাষ এড়িয়ে চলুন। ভেক্টর নিয়ন্ত্রণের জন্য পদ্ধতিগত কীটনাশক স্প্রে করা।

মোজাইক ভাইরাস, লক্ষণ : রোগটি সব বয়সের পেঁপে গাছে আক্রমণ করে। তবে অল্পবয়সী গাছের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক। এফিডস রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী। রোগের লক্ষণগুলি প্রথমে উপরের কচি পাতায় দেখা যায়। পাতাগুলি আকারে ছোট হয় এবং গাঢ়-সবুজ টিস্যুর মতো ফোস্কা দেখায়, হলুদ-সবুজ লেমিনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে। পাতার পেটিওল দৈর্ঘ্যে হ্রাস পায় এবং উপরের পাতাগুলি একটি খাড়া অবস্থান ধরে নেয়। সংক্রমিত গাছের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখায়। রোগাক্রান্ত গাছে জন্মানো ফলগুলি একটি কেন্দ্রীয় শক্ত দাগ সহ জলে ভেজা ক্ষত তৈরি করে। এ ধরনের ফল লম্বাটে এবং আকারে ছোট হয়।

প্রতিকার : স্যানিটেশন এবং সংক্রামিত গাছপালা অপসারণ রোগের বিস্তার কমায়। এফিড জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষতি হ্রাস করা যেতে পারে। বপনের সময় কার্বোফুরান (১ কেজি প্রতি হেক্টরে) প্রয়োগের পরে ১০ দিনের ব্যবধানে ফসফামিডন (০.০৫%) ২-৩টি ফলিয়ার স্প্রে করে বপনের ১৫-২০ দিন থেকে শুরু করে কার্যকরভাবে এফিডের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

রিং স্পট ভাইরাস ও লক্ষণ : কচি পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া এবং শিরা পরিষ্কার হওয়া পেঁপের প্রাথমিক লক্ষণ। এর পরে পাতার একটি খুব স্পষ্ট হলুদ ছিদ্র এবং কখনও কখনও গুরুতর ফোসকা এবং পাতার বিকৃতি দেখা যায়। গাঢ়-সবুজ রেখা এবং রিং পাতার ডালপালা এবং কান্ডেও দেখা যায়। ভাইরাসটি যে কোনও প্রজাতির এফিড দ্বারা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে সংক্রামিত হয়।

প্রতিকার : বীজ বপনের সময় নার্সারি বেডে কার্বোফুরান (১ কেজি প্রতি হেক্টর) প্রয়োগ করে এবং ১৫-২০ দিন থেকে শুরু করে ১০ দিনের ব্যবধানে ফসফামিডন (০.০৫%) ২-৩টি ফলিয়ার স্প্রে করে এফিড নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মুচিশার নার্শারি শিল্পকে চাঙ্গা করতে চাই সরকারি পদক্ষেপ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ-২ নম্বর ব্লকের মুচিশা এলাকা নার্শারির জন্য ভারত বিখ্যাত। মুচিশার ফুল-ফল ও নানা বাহারি গাছ গাছালি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যায়। এমনকি সম্প্রতি বিদেশেও যাচ্ছে এখানকার নার্শারির সামগ্রী। মুচিশা উমেদপুর, নস্করপুর, কামরা, সাতগাছিয়া এলাকায় ঘরে ঘরে মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে উঠেছে নার্শারি শিল্প। বাম আমল থেকেই এই শিল্পের নানা সমস্যা আছে। সরকারি কিছু পদক্ষেপ নিলে এখানকার নার্শারি শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে। সম্প্রতি বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাসের তৎপরতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থে কালীতলায় আবাদ সমবায় সমিতির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী জাভেদ খান। তিনি বিভিন্ন নার্শারী ঘুরেও দেখেন। এবং নার্শারী দেখে অবাক হয়ে যান। সাউথ ২৪ পরগনা ওয়েস্ট জোন হর্টি কালচারাল সোসাইটির সম্পাদক চিন্ময় সাউ বলেন, এখানকার নার্শারি শিল্পকে

চাঙ্গা করতে হলে কিছু সরকারি পদক্ষেপ চাই। এখানে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরকার, মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে। গ্রীষ্মকালে সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। কলকাতা রাজারহাট এলাকায় নার্শারির জন্য একটি মার্কেটিং হাব হলে চাষিরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী প্রদর্শন করতে পারে। ব্লক হর্টিকালচার দপ্তর নার্শারি কেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সহজ শর্তে ব্যাপক ঋণের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ইতিমধ্যেই এলাকায় টিসু কালচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার জন্য সরকারকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য দিকগুলোও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বজবজ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, খুব শীঘ্রই নার্শারি মালিকদের নিয়ে সভা ডাকব। মন্ত্রী জাভেদ খানের সঙ্গে কথা হয়েছে, কলকাতায় একটা প্রদর্শনী সেন্টার করা হবে। আর অন্যান্য সমস্যা সমাধানের শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হবে।

হাবড়ার মেধাবী ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

কল্যাণ রায়চৌধুরী : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা রাজ্য। সেই রেশ এখনও কাটতে না কাটতেই রাজ্যে ফের এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেল। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ার বাসিন্দা এক কলেজ ছাত্রের রহস্য মৃত্যু। বাড়ি থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার দূরে অন্য জেলায় দেহ মিলল এক মেধাবী প্রথম বর্ষের ছাত্রের। হাবড়া থানার অন্তর্গত উত্তর হাবড়ার বাসিন্দা শিয়ালদহ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বাগত বণিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বছর উনিশের স্বাগত ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্টের পর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্ট্যাটিসটিকস বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, 'শিয়ালদহে প্রজেক্ট বাইন্ডিং করতে দেওয়া আছে। ওটা আনতে যাচ্ছি।' এই কথা বাবা-মাকে বলে দুপুরেই স্বাগত হাবড়ায় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত ক্রমশঃ গভীর হতে চলায় দুশ্চিন্তায় পড়ে পরিবার। এরপর মধ্য রাতে হাবড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে স্বাগতর পরিবার। বন্ধুদের পক্ষ থেকেও সোশ্যাল মাধ্যমে স্বাগতর ছবি দিয়ে নিখোঁজ বলে পোস্টও করা হয়। সোমবার সারাদিন কেটে পাওয়ার পর রাত ৯টা নাগাদ পাঁশকুরা রেল পুলিশের পক্ষ থেকে খবর আসে স্বাগত মালগাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়েছে। তমলুক জেলা হাসপাতালে মৃতদেহর ময়না তদন্ত হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের লোকেরা স্বাগতর মরদেহ নিয়ে আসেন নিজেদের বাড়িতে। স্বাগতর মৃত্যুর পিছনে অন্য সন্দেহ তার পিসির।

তিনি বলেন, 'যদি তার সুইসাইড করারই হতো, তাহলে তো হাবড়া থেকে শিয়ালদহ যাব বলে বেরিয়েছে, পথেই কোথাও আত্মহত্যা করতে পারত। তাহলে তো এতদূর পাঁশকুড়ায় গিয়ে এটা করার দরকার ছিল না। ফোনের তো হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সব ডিলিট করে দিয়ে গিয়েছে। কল লিস্ট থেকে কোনও সন্দেহজনক তথ্য মেলেনি। কলেজের কিছু বন্ধুবান্ধবের ইনফরমেশন থেকে কিছু খারাপ বিষয় কানে এসেছে। তবে কি যে সত্যি সেটা বোঝা যাচ্ছে না।' জনৈক প্রতিবেশি বলেন 'ওর মতো শান্ত নিরীহ স্বভাবের ছেলের যে কোনও শত্রু থাকতে পারে, এটা বিশ্বাস হয় না।' এ বিষয়ে সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যবৃন্দ সহ প্রতিবেশীগণ।

প্রবাসের পথে প্রতিমার ব্যস্ততা

প্রথম পাতার পর

মৃৎশিল্পে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নামডাক দীর্ঘদিনের। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে এখানকার প্রতিমা শিল্পীদের কদর আজও এতটুকু কমেনি। কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর হাত ধরে উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর এলাকার টেরাকোটা তথা মৃৎশিল্প, ফাইবার ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকর্ম ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। দত্তপুকুরের শিল্পী উত্তম পালের টেরাকোটা শিল্পকর্ম একাধিকবার দেশ-বিদেশের মাটিতে প্রশংসিত হয়েছে এবং শিল্পীকে বিভিন্ন পুরস্কারেও সম্মানিত করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই অসামান্য সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের নজর কেড়েছেন নদিয়ার চাকদহের শিল্পী অনুপ গোস্বামী। তাঁর তৈরি দুর্গাপ্রতিমা সহ নানাবিধ মূর্তি তথা মডেল বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। এবারও যার কোনওরম ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবারে প্রবাসের জন্য তিনি ফাইবার উপকরণে যে দুর্গা প্রতিমাটি তৈরি করেছিলেন সেটি সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পথে পাড়ি জমিয়েছে। এই শিল্পীদের অসাধারণ শিল্পকর্মগুলি দেশের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতেও এরাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করছে। একইসঙ্গে আপন সৃষ্টকর্মের মাধ্যমে তাঁরা রাজ্যের হস্তশিল্পের চিরাচরিত ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

ক্যানিং হাসপাতাল নিয়ে

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক শেষে বিধায়ক জানিয়েছেন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগীরা যাতে ভালো এবং উন্নত মানের পরিষেবা পায় সেই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে কি কি অসুবিধা রয়েছে এবং কি কি প্রয়োজন সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বিধায়ক দাবি করেন, বিগত দিনে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দালাল রাজ চলতো। সেটা বন্ধ করতে পেরেছি। আগামীতে রোগীরা যাতে আরো ভালো পরিষেবা পায় সেদিকে নজর দেওয়া হবে।

ক্ষোভ বাড়ছে বহড়ুতে

প্রথম পাতার পর

আমরা চাই অবিলম্বে এই জলের ট্যাঙ্কটি নতুন ভাবে তৈরি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে বাড়িতে এই পি এইচ ইর আর্সেনিক মুক্ত জল পৌঁছে দিক। তবে এ বিষয়ে সদ্য দায়িত্ব পাওয়া পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন, আমরা কয়েক দিন আগে দায়িত্ব নিয়েছি বিষয়টি নজরে ছিল না যাতে অবিলম্বে এই ট্যাংকটি আবার নতুন করে কাজ চালু হয় তার ব্যবস্থা করব। পানীয়জলের সমস্যা মেটাতে পি এইচ ই দপ্তরের আধিকারিক ও ব্লক প্রশাসনের সাথে কথা বলে দ্রুত যাতে বন্ধ হওয়া কাজ শুরু হয় সেটা দেখছি।

মাথায় হাত পুরসভার

প্রথম পাতার পর

তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটি এলাকায় ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। অলিগলি তস্য গলির মধ্যে কোনও পুকুর বা জলাশয় রয়েছে কী না তা একমাত্র জানেন ওই এলাকার বাসিন্দারাই। তাছাড়া এসব জলাশয় গুলি বাঁচিয়ে রাখার দায়দায়িত্ব পাড়ার ক্লাব বা ছেলেমেয়েদের বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলিকে নিতে হবে।

তবে কলকাতাবাসীর বক্তব্য, স্বপনবাবু এলাকার বাসিন্দাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়েই খালাস। কাউন্সিলরের প্রতি তাঁর কোন বার্তা নেই। যারা সাধারণ মানুষের করের পয়সায় গাড়ি করে ঘুরছেন, পৌর অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখছেন, ফিতে কেটে বেড়াচ্ছেন তারা কি তবে ঠুঁটো জগন্নাথ? পুজো বা উপহার পাওয়াই তাদের একমাত্র কর্তব্য? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে কলকাতাবাসীর পরামর্শ, যে এলাকার পুকুর বোজানোর ঘটনা ঘটবে সেই এলাকার কাউন্সিলারকে বরখাস্ত করার আইন পাশ করুক কলকাতা পুরসভা বা নগর উন্নয়ন দপ্তর।

পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে জয়নগরে। সোমবার ভোর রাতে এবার চুরির ঘটনা ঘটলো জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে এসে শিক্ষকেরা দেখেন স্কুল ঘরের দরজা ভাঙা। অফিস ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ হয়ে পড়ে আছে। আলমারি ভাঙা। ল্যাবরেটরি ভাঙচুর। আর তাঁর পরেই জয়নগর থানায় খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর খবর পেয়েই ঘটনা চলে আসেন জয়নগর থানার পুলিশ। তাঁরা সমস্ত কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। আর তারপরে এদিন দুপুরে জয়নগর থানায় এসে চুরির ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার মন্ডল। তিনি এদিন

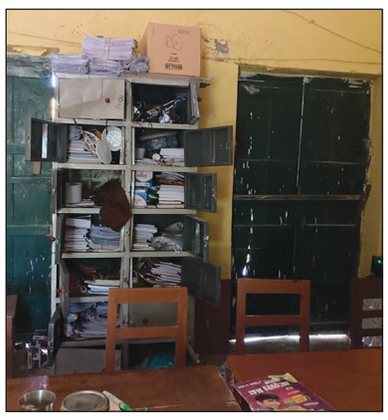

বলেন সকালবেলা খবর পেয়ে স্কুলে এসে দেখি অফিস ঘর তছনছ, আলমারি ভাঙ্গা, কাগজপত্র তছনছ করা আছে।তিনি এদিন বলেন, চুরি হয়ে গিয়েছে স্কুলের সাউন্ড সিস্টেমের যন্ত্রপাতি এবং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি। এর আগে ও এই স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।তবে এই স্কুলে কোন সিসি টিভি ক্যামেরা নেই। নেই রাতের প্রহরীর ব্যবস্থাও। বারবার এই ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই এলাকায়। চুরির ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। আর স্কুল কর্তৃপক্ষ চান দ্রুত এই চুরির ঘটনার কিনারা করুক পুলিশ। আর এদিনের সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

মজিলপুর পৌরসভার বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার তৃনমূল পরিচালিত পৌরকর্তৃপক্ষের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধের দাবিতে ও সার্বিক নাগরিক পরিষেবা প্রদানের দাবিতে সোমবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার সামনে বাম ও কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি হয়ে গেল । এ দিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কংগ্রেসের সুজিত সরখেল, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, শুভংকর সরকার, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তপন মণ্ডল,জয়নগর মজিলপুর টাউন কংগ্রেসের সভাপতি কুমারেশ ঘোষ, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান কংগ্রেসের তুষার কান্তি রায়, সিপিআইএমের

জয়নগর ২ নং এরিয়া কমিটির সদস্য পুলক বসু, সি পি আই এম নেত্রী রমা চক্রবর্তী, শ্যামলী হালদার, অপূর্ব প্রামানিক, প্রাক্তন কাউন্সিলার সিপিআইএমের শুভাশীষ ধর সহ আরো অনেকে। ১৫২ বছরের প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ছিল। গত ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এই পৌরসভার ভোটে ভোট লুট করে তৃনমূল ক্ষমতায় এসেছে বলে অভিযোগ বিরোধী কংগ্রেস ও বামেদের। আর বর্তমান পৌরবোর্ড ক্ষমতায় আসার পর থেকে এলাকায় পৌর পরিষেবা ব্যহত ও পৌর কর্তৃপক্ষ বেআইনি কার্য কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। আর তাই ১৩ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার বাম কংগ্রেসের উদ্যোগে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো। এদিন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী তৃণমূল কংগ্রেসের দূর্নীতি তুলে ধরেন। পৌরসভার বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে সরব হন।

মানুষ খুন করার জন্য অর্ডার নেওয়া হয়
ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে প্রচার, গ্রেপ্তার মোরসেলিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং : কি দিন এলো রে বাবা! এবার বাড়িতে বসেই অর্ডার করে মানুষ খুন করা যাবে! বাড়িতে বসে ভাবছেন, শত্রুকে চিরতরে হঠিয়ে দেবেন? এক ফোনেই মিলবে সুরাহা! ফেলো কড়ি, মাখো তেল! ৫০ হাজারে হাফ মার্ডার আর ১ লাখে ফুল মার্ডার! বাড়িতে বসেই অর্ডার করলেই খেল খতম। বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনা বেচার ক্ষেত্রে সকলের নজরে আনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এবার মানুষ খুন করার জন্য অর্ডার নেওয়া হয়, এমনই এক বিজ্ঞাপনের ভিজিটিং কার্ড জনসমক্ষে আসতেই নড়ে চড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। ভিজিটিং কার্ডে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে হাফ মার্ডার ও ফুল মার্ডার করা হয়। এমনকী যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন নম্বর ও রয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা গ্রামে চিরুনী তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযুক্ত যুবক বুলেট ওরফে মোরসেলিম মোল্লায়কে গ্রেপ্তার করে। পাশাপাশি ধৃতের বাড়ি থেকে একটি বন্দুক, দু'রাউন্ড কার্তুজ ও বেশকিছু ভিজিটিং কার্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ। ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে আদালত ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি অস্ত্র পাচারের ঘটনায় ২০২২ এ আগষ্ট মাসে গ্রেপ্তার হয়েছিল মোরসেলিম মোল্লা। এছাড়াও ২০২১ এর ৭ জুলাই গোপালপুর পঞ্চায়েতের বধুকুলার ধর্মতলা গ্রামে খুন হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন মাঝি সহ তিনজন। খুনের মূল মাষ্টামাইন্ড রফিকুল সরদারের ভাগ্নে এই বুলেট ওরফে মোরসেলিম। পুলিশ জানিয়েছে,ঘটনার সাথে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে এবং কোথা থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাপা হত সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।

বিশ্বভারতী মামলায় উপাচার্য সহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ মামলাতে ৫৫ দিনের মাথায় আদালতে ১৪৪ পাতার চার্জশিট জমা পড়ল। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দোপাধ্যায়,ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার তন্ময় নাগের নাম চার্জশিটে রয়েছে। ৩১ আগস্ট সিউড়ি জেলা আদালতে (এডিজে ফাস্ট কোর্ট) তদন্তকারী অফিসার স্বপনকুমার চক্রবর্তী চার্জশিট জমা করেন। যদিও উপাচার্য সহ মোট তিনজনের হাইকোর্টে রক্ষাকবচ থাকায় পুলিস কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে চার্জশিটে নাম থাকা ইন্টারনাল অডিট অফিসার প্রশান্ত ঘোষের রক্ষাকবচ না থাকায় আদালতে ওয়ারেন্টের আবেদন করেন তদন্তকারী অফিসার। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগের তৎকালীন ডেপুটি রেজিস্ট্রার প্রশান্ত মোশরামের কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকাতে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন উপাচার্য সহ চার আধিকারিক। শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রশান্ত।

চাঁদে পাঠিয়ে যদি গ্রেপ্তারি এড়াতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার বিকালে ব্লকের কড়িধ্যা হাটতলা মাঠে জনসভা করে বিজেপি। জনসভায় বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরি হলে জিজ্ঞেস করবে কত দিতে হল? কে খেলো? মোদীর চাকরি হলে বলবে যোগ্যতায় হয়েছে। কয়লা কেলেঙ্কারির থেকে অনেক বড়ো কেলেঙ্কারি শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি। লিপস অ্যানড বাউন্স তদন্ত করে আসার পর তৃণমূলের ভাইপোর নাম প্রেস লিস্টে দিয়ে দিয়েছে। এরপর আর ভাইপোকে দুবাইয়ে পাঠিয়ে লাভ হবে না। মোদীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন চাঁদে পাঠিয়ে যদি গ্রেপ্তারি এড়াতে পারেন। আবার একবার মোদী সরকার। জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সিউড়ি-শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস চালু করেছেন। হেরে গিয়েও উনি করেছেন। ভবিষ্যতে আরো ভালো করবেন বলেছেন। বর্তমান বিধায়ক মা বোনদের পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। যদি সোনার কড়িধ্যা চান যে কড়িধ্যায় সন্ধ্যায় মেয়েরা টিউশন থেকে নিরাপদভাবে বাড়ি ফিরবে তাহলে মোদীজীর হাত শক্ত করুন। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩৫টি আসন উপহার দিন। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা,বিধায়ক অনুপ সাহা, কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বেলা দত্ত সহ বিজেপি নেতা সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

নয় বছরে ৫৬০০০ চাকরি দিয়েছে রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার দুপুরে খয়রাশোল ব্লকের রুপুষপুর গ্রামে জনসভা করলো বিজেপি। জনসভায় বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শৌচাগার তৈরি করতে গেলে টাকা চুরি করেছে নেতারা। কেন্দ্র দিলেও পঞ্চায়েত মেরে দিয়েছে বিপিএল, এলইডি লাইটের টাকা। রেলমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সিউড়ি-শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস চালু করেছেন। কেন্দ্র রেলে শুধু নয়বছরে ৫৬০০০ চাকরি দিয়েছে। কেন্দ্র মুদ্রা যোজনায় বেকার যুবকদের পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন দিচ্ছে। চোরের উপর বাটপাড়ি করার জন্য এখানে একজন বসে আছে। দিচ্ছে মোদী খাচ্ছে দিদি। কেন্দ্রের দেওয়া টাকার প্রকল্পগুলো থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে দিতে চাইছিল এরা। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, বিধায়ক অনুপ সাহা জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহানগরে

শারদোৎসবের আগে কলকাতায় আরও শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের আগে কলকাতা পৌর এলাকায় ৭০টি নতুন আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত সুলভ শৌচাগার তৈরি করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকায় মোট যে ৩৮৫টি সুলভ শৌচাগার আছে। তার প্রায় অধিকাংশই ভেঙে নতুন করে আধুনিকরূপে শৌচাগার গুলি তৈরি হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার বস্তি উন্নয়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন, যেগুলোর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, সেগুলির সবক'টিরই অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। দুর্গোৎসবের সময়কালে অসমাপ্ত কোনও শৌচাগার কলকাতায় থাকবে না।

এবার মশাখেকো মশারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার নিকটতম প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও অন্যত্রতে এবার ব্যাপক রূপে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বিস্তার লাভ করায়। এবং মৃত্যুর বড়ো অঙ্কের সংখ্যাটা নিয়ে নিকটতম

প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের কর্তৃপক্ষকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে। সেজন্য কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর এবার মশা রোধে চিনের মডেলের ওপর ভরসা রাখছেন। ২০২১ সালে চিন এই মশারি ব্যবহার করে ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গু থেকে মুক্ত হয়েছে। সেই মশারি এবার কলকাতায় এলো। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ এই মশারি কলকাতার ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গু অধ্যুষিত এলাকায় দেওয়া হবে। তবে শহরে ফুটপাথবাসী, বস্তিবাসী ছাড়াও কোনও নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের আগে এই মশারি দেওয়া হবে। এই মশারির বৈশিষ্ট্য হল, এই মশারির গায়ে একবার মশা বসলে তিন সেকেন্ডের মধ্যেই সেই মশা মারা যাবে। মশাখেকো এই মশারির নাম দেওয়া হয়েছে 'লঙ লাস্টিং ইনসেকটিসাইডল ট্রিটেড মসকিউটো নেট' (এলএলআইএন)। পৌরসংস্থার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই মশারির জাল ১০০ শতাংশ পলিয়েস্টার দিয়ে তৈরি। আর তাতে মেশানো হয়েছে 'ডেল্টামেথ্রিন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। তা–ই ওই মশারির গায়ে মশা বসলে মশার উড়ে যাওয়া অসম্ভব।

কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শহর জুড়ে ৩০ হাজার এমন মশারি দেওয়া হবে। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তার বন্টন শুরু হয়েছে। মশারির জালে লাগানো 'ডেল্টামেথ্রিনে'র কার্যকারিতা তিন থেকে পাঁচ বছর থাকবে। কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাসের কথায়, সাধারণত মশার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই হল, তারা ঘরে ঢুকে আগে মশারির গায়ে বসে। এরপর সাধারণ মশারিতে ঢুকতে না পেরে কিছুক্ষণ পর উড়ে যায়। কিন্তু এই মশারিতে সেই উড়ে যাওয়ার সময়টুকু পাবে না মশা। বসার দু–তিন সেকেন্ডের মধ্যেই মরে যাবে। শুধু চিন নয়, ২০১৬ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার সিঙ্গাপুর সরকার ব্যবহার করেছে এই মশারি।

প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের ডাইরেক্টর অফ ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গু মুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারই পদক্ষেপ হিসাবে এই মশারি। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের উপদেষ্টা তপন কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই মশারি ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গু থেকে থেকে ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা দেবে এই কলকাতায়।

মেট্রোয় গাছের খুন ইএম বাইপাসে

বরুণ মণ্ডল

আন্তর্জাতিক নির্মল বাতাস ও নীল আকাশ দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা বিতরণে ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ ও ঐতিহ্য দফতর দ্বারা কলকাতার টাউন হলে কলকাতা ১৬টি বরোর প্রতিটি থেকে একটি করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও কলকাতার পরিবেশ বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতে একদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এদিনের সকালে এই কর্মশালার উদ্বোধন করে কলকাতার মহানাগরিক বলেন, এই পৃথিবীকে সবুজ–নির্মল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সকলকে পরিবেশ সুরক্ষার মহান দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন ইট–পাথরের মতো কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে উত্তর কলকাতার রাজারহাটে আধুনিক উন্নতমানের একটি প্ল্যান্ট কলকাতা পৌরসংস্থা তৈরি করেছে।

কলকাতা শহরে চালু হয়েছে পরিবেশবান্ধব সিএনজি(কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) চালিত বাস সার্ভিস, কলকাতা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পৌরসংস্থা চলতি বর্ষায় কলকাতায় এক কোটি চারাগাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা বর্তমানে চলছে। এদিনের এই কর্মশালায় কলকাতার উদ্যান ও বাগান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, পরিবেশ ও ঐতিহ্য দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, পৌরপ্রতিনিধি ডা.কাকলি সেন, পৌরপ্রতিনিধি ডা.মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়, পৌরপ্রতিনিধি অমল চক্রবর্তী পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী এছাড়াও পৌর আধিকারিকরা সহ শহরের বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহরের পরিবেশ উন্নত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে পরিবেশ দফতর। কয়লার ইস্ত্রির বদল শুরু হয়েছে। পরিবেশবিদ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এখানে নিম্নমানের কয়লা ব্যবহৃত হয়। ব্যাটারিচালিত গাড়িই ঠিক। কারণ এটা থেকে সালফার ডাই অক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় না। দূষণ রোধে দেবদারু গাছ লাগানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই গাছ প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটার থেকে ১ ৫ মিলিয়ন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে দেবদারু গাছ।

কলকাতায় কেবল জঞ্জাল কিছু মাসেই মিটবে : ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : এটা কেবলমাত্র আমার সমস্যা নয়, কলকাতা জুড়ে এ সমস্যা। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে ১,৮৮৮ জন কেবল অপারেটর নামমাত্র ট্রেড লাইসেন্স ফি'র বিনিময় সারা কলকাতা মহানগরকে তারের জঞ্জালে পরিণত করে অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছে। যা এক কথায় সকলের কাছেই অনভিপ্রেত। প্রসঙ্গত মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪ জন কেবল অপারেটর একই ভাবে যত্রতত্র তার লাগিয়ে ওয়ার্ডকে অপরিচ্ছন্ন করে তুলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ওই ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এই অবস্থার কী কোনও প্রতিকার নেই?

পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব, কেবল অপারেটর'রা যখন কলকাতা পৌরসংস্থায় ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ(রিনিউ) করাবে, তখন কেন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় না, যে কতগুলি পরিবারের কাছে তারা এই ক্যাবল লাইন সরবরাহ করেছে? সেই মতো তাদের কাছ থেকে লাইসেন্স ফি আদায় করা উচিত। এইভাবে অতিরিক্ত যে লাইসেন্স ফি আদায় হবে, তাতে কলকাতা পৌরসংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ওই কেবল লাইনের তারগুলি সঠিকভাবে ওয়্যারিং ও ড্রেসিং করা যাবে, যাতে কী না এই শহর কলকাতা তারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পারে। কারণ, এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, একদিক থেকে অন্যদিকে তারের ব্রিজ টানা হচ্ছে। ক্যাবল অপারেটরদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। নিজেদের প্রয়োজনে যেভাবে মনে হচ্ছে, ক্যাবল তার নিয়ে যাচ্ছে। তারগুলি কালো রঙের হওয়ায় রাতের বেলা দেখাও যাচ্ছে না। লোকের মাথায় ছাতায় কেবল তার আটকে যাচ্ছে। তাতে নি:সন্দেহের কলকাতার যে সৌন্দর্যায়ন তাতে ব্যাঘাত ঘটছে।

কলকাতার বড়বাজার এলাকায় ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা বলেন, কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে গড়ে ১৩ – ১৪ জন কেবল অপারেটর একইভাবে যত্রতত্র তার লাগিয়েছে। বিজয়বাবু আরও বলেন, পৌর বাজেটের স।ক দফতরের জন্য বরাদ্দ হয়, আলোকায়ন–বিদ্যুতায়নের জন্য বরাদ্দ হয়, পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি নালার জন্য বরাদ্দ হয় কিন্তু আকাশ–জমিনের মাঝে যে তারের যে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যায় দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এতে কলকাতা পৌরসংস্থার যে কতটা ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবতে হবে। এদের যেখান দিয়ে মনে হয়, সেখান দিয়ে তার টেনে নিয়ে যায়। বড়বাজারে চওড়া রাস্তার এপারের ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রাস্তার ওপারে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে তিন – চার ফুটের তারের একটি ব্রিজ টানা হয়েছে স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিটে।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, হ্যাঁ, এই বিষয়েটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আলোচনা চলছে। প্রথমে জানাই যে এরা পাড়ার গরিব ঘরের বেকার ছেলেরা কাজটি করে। তারা আবার তিন – চারটে বেকার ছেলেকে কাজ দিয়েছে।

মহানাগরিক বলেন, ট্রেড লাইসেন্স বর্তমানে আটকানোর কোনও ক্ষমতা কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে হচ্ছে। ইস টু ডু বিজনেস' অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। তবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ব্যবসা করছো মানে পুরো আকাশটাকে জঞ্জাল করে রেখে দেবো। পুরো নেটওয়ার্ক এমন করে দেবো যে আমরা আকাশ দেখতে পাবো না। সেটা ঠিক নয়। সেইজন্য বর্তমানে আন্ডার–গ্রাউন্ড ক্যাবলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন যেমন হরিশ মুখার্জি রোডে হয়ে গিয়েছে। ওখানে বড়ো বড়ো কোম্পানি গুলিও এখন অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে যাচ্ছে আন্ডার গ্রাউন্ডে। ওখানে আকাশে তারের সমস্যা নেই। এছাড়া এ জে সি বোস রোড, সি আই টি রোড, সুন্দরী মোহন এভিনিউ, ডি পি এস রোড, বিধান সরণি, এস পি মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, এস এন রায় রোড, লেনিন সরণি, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, নিউ পার্ক স্ট্রিট, গুরুসদয় রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রাসবিহারী এভিনিউ এরকম ৪০টি রাস্তায় এখন ক্যাবল ডাক সিস্টেম চালু হচ্ছে। মাটির নীচ দিয়ে ক্যাবল তার যাবে। কেবল অপারেটররা এটাকে ভালোভাবে গ্রহনও করেছে। তারা অব্যবহৃত কেবল কাটাতে সাহায্য করছে।

তবে রিলায়েন্স এবং আরও দু – তিনটি কোম্পানি পৌরসংস্থার ল্যাম্প পোস্টে হুকিং করে তার মধ্যে দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে গিয়েছিল। সেটা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। তাদের ডেকে সেটার বিষয়ে বলা হয়েছে। তাদের আন্ডার গ্রাউন্ডে তার নিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পৌর লাইটিং দফতরও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। আর কিছু মাসের মধ্যেই কলকাতায় কেবলের জঞ্জাল সমস্যার সমাধান হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

লেন্স বার্তা

বৃষ্টির জমা জলে প্রায় ডুবে আছে রাস্তা, সায়েন্স সিটি ও বিশ্ব বাংলা গ্রাউন্ডের সামনের রাস্তার অংশ।

রাস্তা পরিণত হয়েছে আস্ত ডোবায়, আশপাশ থেকে যাচ্ছে গাড়ি বাইপাসের সংযোগী রাস্তায়, কালিকাপুরের কাছে।

ট্রেন লাইনের উপর একমনে উড়িয়ে যাচ্ছে ঘুড়ি পিছন থেকে ছুটে চলেছে ট্রেন। দমদম এর কাছে।

কর্মের বিশ্ব : আড়ে ও বহরে উমার থেকে এগিয়ে হাওড়া শিবপুরের

লিখে রাখার পরেও যেখানে সেখানে অবর্জনার স্তূপ। পানিহাটির কাছে।
ছবি : অভিজিৎ কর

যাওয়া আসার পথে পথে

বাণীপুরে শোলার কদম ফুল

দীপককুমার বড় পণ্ডা

২৩ বছরের তনুশ্রী পাল ১৪ মাসের মেয়েকে খাওয়াতে খাওয়াতে আগন্তুককে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুককে ঘরের মধ্যে ডেকেছিলেন অত্যন্ত আপনভাবে। জানতে চেয়েছিলাম, আমার আসার খবর জানতেন নাকি? মাথা নেড়ে সব দাঁত বের করে হেসে বলেছিলেন, 'জানি না। কে বলবে আমাকে?' তনুশ্রীর স্বামী রামপ্রসাদ পালকে (৩০) যাওয়ার কথা আগে জানিয়েছিলাম। উনি তখন থাকতে পারেন নি। 'মার্কেটে' গেছিলেন 'কালেকসানে'। ফোনে সেকথা বলেছিলেন। তাতে তনুশ্রীর কোনো অস্বস্তি হয়নি। সে এখন 'একা' নারী নয়। সঙ্গী তার শিশু কন্যা। সাবলীল সপ্রতিভ এই গৃহবধূর বাবার বাড়ি হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায়। বাপের

বাড়ির লোকেরা মাটির প্রতিমা, পুতুল তৈরি করেন। মাধ্যমিক পাশ তনুশ্রী এবং তাঁর বিএ পাশ স্বামী এখন শোলার কদম ফুল তৈরি করে বেচেন। এটাই তাঁদের জীবিকা। রামপ্রসাদের বাবা প্রয়াত অনিল পাল শোলার টোপর তৈরি করতেন। তাঁর স্ত্রী উর্মিলা পাল কদম ফুল তৈরি করতেন। ২০১৯ সালে ৪৬ বছর বয়সে উর্মিলা পালের ক্যানসারে মৃত্যুর পর তাঁর ফুটবলার ছেলে রামপ্রসাদ কদম ফুল তৈরির ব্যবসাটা চালিয়ে রাখেন। তনুশ্রী বলেন, 'এই যে পাকা বাড়িঘর দেখছেন, সবটা আমার শাশুড়ি কষ্ট করে করেছেন। শোলার কাজ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।' বৌমা মৃত শাশুড়ির ছবিটা দেখান। যত্ন করে ফুলের মালা দেওয়া সেখানে। শাশুড়ির প্রতি ইদানিংকালের বৌমার ভক্তি ভালোই লাগে। ভরসা পাই বেশি করে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার

বাণীপুর পূর্বপাড়ায় বিদ্যুৎ সংঘ খেলার মাঠের চারদিকে আনুমানিক ১০০টি পরিবার শোলার কদম ফুল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মূলত মহিলারাই এই শিল্পকাজটা করেন এখানে। তবে, পুরুষেরা প্রাথমিকভাবে কিছু সাহায্য করেন। সেই সাহায্যে কাজ দ্রুত এগোয়। বিক্রির ক্ষেত্রে পুরুষেরাই দায়িত্ব নেন। তৈরি শোলার কদম বিক্রি হয় হাবড়া বাজারে, নানা দশকর্মা দোকানে। শিল্পীরা নিজেরা বসেন কদম ফুল নিয়ে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাইকারি বিক্রিও হয়। সাধারণ মাপের ১০৩ কদম ফুলের দাম আনুমানিক ১৫০০ টাকা। নানারকম কদম হয়; খুব সাধারণ অথবা ফুল পাতা দিয়ে। রোজগার খরচের চারগুণ। তাই এই কাজে অনেকের আগ্রহ। শোলার কাজে ক্ষতি নেই। বলছেন শিল্পীরাই। তবে, ঘরের মধ্যে শিল্পকাজ হবার কারণে ঘর খুব নোংরা হয়। এতে কারোর কারোর আপত্তি লাগে। আপত্তি থাকলেও কাজ চলতে থাকে বহাল তবিয়তে। এলাকার অর্থনীতির মূল শক্তি তো শোলার কদম ফুল। সেই ফুলেই সেজে ওঠে বসবাসের ঘর, দেবতার মন্দির। সেই ফুলের সন্ধানে বাণীপুর পূর্বপাড়ায় যেতে হাবড়া স্টেশন থেকে অটোতে ঝরঝরিতলায় নেমে হাঁটতে হয় অথবা টোটো। পৌঁছলেই মালাকার পাড়া, যাঁরা মালাকারের কাজ করেন, তাঁরা জাতে কুম্ভকার। বহুদিন ধরেই শোলার কাজ করার কারণে, জানতে পারা যায়নি কবে শেষ মাটির কাজ হয়েছিল এখানে। বিরাট খেলার মাঠের চারদিকে সিমেন্টের ঢালাই রাস্তার দু'দিকে বাড়িগুলিতে এখন শুধু শোলা। সেদিন মনসা পুজোর শাঁখের আওয়াজেও হারায় না তনুশ্রীর হাসির শব্দ। এই হাসিতে শোলার শুভ্রতা।

বিপর্যয় : কলকাতার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপের মূল রাস্তার পাশে বিপজ্জনক রূপে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালসার এই মড়া গাছ।
ছবি : শ্রাবন্তী রায়

মাঙ্গলিকী

সুমনার ডাকে সমবেত নাট্যপ্রয়াস

বাবুল কৃষ্ণ দে

বেহালা অনুদর্শীর আহ্বানে চারটি নাট্যদল মুক্তাঙ্গনে

বেহালা অনুদর্শীর আহ্বানে চারটি নাট্যদল মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে উপস্থিত হলেন তাদের নিজস্ব নাট্যকলা প্রদর্শনের জন্য। চারটি নাট্যদল যথা– সন্তোষপুর মনন, মানিকতলা দলছুট, রঙ্গপীঠ এবং বেহালা অনুদর্শী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মানিকতলা দলছুটের মিঠু দে, সন্তোষপুর মনন এর সনাতন কোলে, রঙ্গ পীঠের ধ্রুব মুখার্জী এবং বুদ্ধদেব হাজরা। সকলে মিলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন। প্রত্যেক দলের কর্ণধারকে বেহালা অনুদর্শীর পক্ষ থেকে একটি গাছ, 'স্মারক পুষ্পস্তবক এবং মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা জানালেন সুশান্ত চক্রবর্তী ও শেখর দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মধুপর্ণা বিশ্বাস।

শুরুতেই আয়োজক জলের পক্ষ থেকে সুমনা চক্রবর্তী এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও সারবত্তা নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করলেন এবং আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন একটু উচুতারে। ধ্রুব মুখার্জী (রঙ্গপীঠ) সুমনার বক্তব্য সমর্থন করে বললেন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি দর্শকের থেকে নাট্যদলের শিল্পীদের সংখ্যা অনেকবেশি। যার ফলে আমরা আর সেভাবে দর্শকানুকল্য পাইনা। আমরা এখন অন্যান্য নাট্যদলের নাটক দেখতে যাই না। তাহলে আমরা কিকরে আশা করবো আমার দলের নাটক দেখতে অন্য নাট্যদলের শিল্পীরা আসবেন? দায় বা দায়িত্ব তো আমাদের সকলের, সেকথা আমরা ভুলে যাই। নাট্যকর্মীদের মধ্যে সার্বিক একতা আজোও সংসহত রূপে গড়েই উঠল না। এটা সার্বিক অবক্ষয়কে সূচিত করছে। আমরা একসঙ্গে নাটক করছি কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি দলের অভিনয় শেষ হলে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে সেই দলটি চলে যায়। সহদলের নাটকটি দেখার প্রয়োজন ও বোধ করেন না। এটা সবসময় দেখতে পাচ্ছি। ভাবতে অবাক লাগছে আর কবে আমরা সংগঠিত হবো। সর্বাগ্রে আমাদের নাট্যকর্মীদের আরো সচেতন হয়ে উঠতে হবে আমাদের দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে।

সনাতন কোলে বললেন – আমি যেমন সন্তোষপুর মননকে নিয়েলড়াই করছি তেমনি সুমনা বেহালা অনুদর্শীকে নিয়ে লড়াই করছে। সুমনা অনেক বড় কাজ করেছে ও আরো অনেক বড়ো কাজ করুক। আপনারা সবকটি নাটক দেখুন, চলেযাবেন না। দর্শকই নাট্যদলের প্রাণ। আমরা এনার্জি পাই।

মানিকতলা দলছুটের মিঠু দে বললেন– সুমনা দিদি আমাকে ডেকেছে আমি তাকে আমার অনুষ্ঠানে ডাকতে পারিনি। বেহালা অনুদর্শীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি সুমনাদি আপনি ও আমার দলের নাট্য উৎসবে শামিল হবেন। থিয়েটার কখনো একার বস্তু নয়। দর্শক লাগে। আমরা ছোটোদল হলেও খারাপ থিয়েটার করি না। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন।

এরপর শুরু হল আজকের প্রথম নাটক সন্তোষপুর মনন প্রযোজিত নাটক 'আজকের দ্রোপদী' নির্দেশনা ও অভিনয়ে কাকলি কোলে। স্ক্রিপ্টের আরো বাঁধুনি দরকার। বিষয় ভাবনা ভালোই ছিল। আরো তালিম দরকার।

এদিনের দ্বিতীয় নাটক মহাভারতের অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র দ্রোপদীকে নিয়ে নাটক 'বিভাজিতা'। নির্দেশনা ও একক অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী। অসামান্য স্ক্রিপ্ট ও অনবদ্য অভিনয়ে সুমনা দ্রোপদীর মর্মবেদনা ক্ষোভ বিক্ষোভ মূর্ত্ত হয়ে উঠল। বাচনভঙ্গি সংলাপ উচ্চারণে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে। সুমনা নিজেকে দ্রোপদীর জায়গায় বসাতে পেরেছে। ছোট্ট নাটিকা কিন্তু ব্যঞ্জনা অনেক গভীর ও মর্মস্পর্শী। এই নাটকটা নিয়ে ও সর্বভারতের প্রেক্ষিতে হিন্দি ভাষাতে ও করার কথা ভাবছে। বর্তমানে তার প্রস্তুতি চলছে। 'এক নারী কাদম্বরী' 'আহত অম্বা'তে এর আগে ও মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে। একক অভিনয়ে সুমনা অনেকটা এগিয়েছে।

এরপরের নাটক মানিকতলা দলছুটের 'মরণ কুপ' একটি ছোট্ট ছেলে খেলতে খেলতে একটি অব্যবহৃত কুয়োর গভীর গর্তে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ছোট্ট শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এই উদ্ধার পর্ব নিয়েই তৈরি নাটক। কাহিনীটি প্রায় সকলেরই জানা। আমরা টিভির পর্দায় উদ্ধার পর্বটি উৎকণ্ঠার সাথে প্রত্যক্ষ করেছি। এই উদ্ধার পর্বে মায়ের জ্বালা যন্ত্রণা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মিঠুর অভিনয়ে। এটাও মিঠুর একক অভিনয়ের নাটক। এর আগে আমি এই নাটকটির পুর্ণাঙ্গ রিভিউ করেছি।

এরপর অভিনিত হয় এদিনের শেষ নাটক রঙ্গপীঠ প্রযোজিত এবং ধ্রুব মুখোপাধ্যায় অভিনিত ও নির্দেশিত নাটক 'সংকল্প'। কাহিনীতে আমরা জানতে পারি অবিনাশ বাবু তার আরও দুই বন্ধুকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে গল্প করছিলেন এমন সময় এক আর্তচিৎকার–'মাস্টার মশাই'। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে কেউ তাকে চিনতে পারছে না। অবিনাশ বাবু তিন বন্ধু মিলে তাকে বাড়ি নিয়ে এসে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু মেয়েটির মেমরি লস হয়ে যায়, সে কিছুই মনে করতে পারে না। ওই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই নাটক এগিয়ে চলে। মেয়েটি ওই বাড়িতেই থাকতে শুরু করে। কালীপুজোর দিন বাজীর আওয়াজে মেয়েটির সব মনে পড়ে যায়। মেয়েটির নাম সরজু। সে বাবা মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অবৈতনিক স্কুল করতে চায়। মেয়েটির নতুন নামকরণ করা হয় দুর্গা। মেয়েটির ঠাকুমা জমিটা সরজুকে দান করে বলেছিল ওই জমিতে একটা ভালো কিছু করিস। হিমাংশু, পুলক, অবিনাশ, স্থানীয় দারোগা সকলে মিলে স্কুল তৈরিতে নেমে পড়ে। স্থানীয় রাজনৈতিক দাদা তোলাবাজ ইকবাল বাধা দেয় এবং টাকার দাবি তোলে। সব প্রতিরোধ উপেক্ষা করে থানার সহযোগিতায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে দুর্গা ও পুলক ঘর বাঁধে। তবে ব্যাপারটা বড় সরলিকরণ করা হয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন রঙ্গপীঠের শিল্পী ও কলা কুশলীবৃন্দ। নাটকটিকে আরও সিক্কোনাইজ করে একটু টাইট করতে হবে। তবেই কাহিনীতে প্রাণ সঞ্চার হবে। নাটকে মালমশলা উপকরণ যথেষ্ট আছে দরকার শুধু পাকা রাধুনীর। এইভাবেই শেষ হল বেহালা অনুদর্শীর আজকের এই সমবেত নাট্য প্রয়াস। বেহালা অনুদর্শীর কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী বছরে তিন চার বার এ ধরনের সমবেত নাট্যপ্রয়াস করেই থাকে।

নস্করপুরে জন্মাষ্টমী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহা সমারোহে সর্বত্রই পালিত হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্মতিথি। কথিত আছে, এই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এই ধরাধামে অত্যাচারী কংসকে বধ করার জন্য। আর এই পূণ্য দিনটি সকলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্মতিথি হিসাবে পালন করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মা দেবকী'র অষ্টম সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন এই ধরাধামে। তাই এই দিনটি আবার জন্মাষ্টমী হিসেবে পালন করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে হাওড়া জগত্বল্লভপুর

থানার অন্তর্গত নস্করপুর নাওয়া পাড়া বারোয়ারী কমিটির পরিচালনায় পালিত হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্মতিথি। সুবিশাল আটচালার মধ্যে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি বিরাজ করছে। প্রতি বছর হোলির সময় এই মূর্তি স্থাপন করা হয়। থাকে সারা বছর। প্রতিদিন এখানে সকালে আরতি সহযোগে ভক্তদের ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরি নামের মধ্যে দিয়ে প্রভুর প্রভাতী বন্দনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে সমস্ত বেদীতল ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পঞ্জিকা মতে এদিন পুজোর সময় ও তিথি অনুযায়ী প্রভুর পুজো পাঠ করা হয়। বহু ভক্তদের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে প্রভুর পুজা পাঠ করা হয়। পুজো শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রভুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিন এই পুজাপাঠ ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভদ্রেশ্বরে ঝুলন উৎসব

মলয় সুর : ভদ্রেশ্বর সিসি রোডে গৃহকর্তী কমলালয় দাস পরিবারে আয়োজনে শুরু হয়েছে ৫৪ ব ছরের ঝুলন উৎসব। বাড়ির মেজো ছেলে মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, '১৯৬৮ সালে জ্যোতির্ময় দাস ছোটো বয়সে বাড়িতে ঝুলন শুরু করেন। তাদের বাড়িতে উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন থেকে স্বর্গীয় পিতা বলহরিদাস অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দ মূর্তি নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় বাড়িতে প্রচুর আবালবৃদ্ধবনিতা এবং ছোটো শিসুদের পদাপর্ণ ঘটে। পরিবারের সকলেই আনন্দ উচ্ছাসে ৫দিন বেসে থাকে। এই ঝুলন উপলক্ষ্যে ভদ্রেশ্বর 'আন্তরিক' সংস্থা ঝুলন পরিক্রমা করে একটি স্মারক উপহার তুলে দেন। সংস্থার প্রধান অনির্বান বটব্যাল একজন সমাজসেবী তাঁর বিভিন্ন কাজকর্ম রয়েছে। দাস পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীরা সুজাতা, শিউলি, সহেলি ও দেবাশিসরা একনিষ্টভাবে অতিথিসেবা পরায়ণে যুক্ত থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে থাকছে আরতি, কীর্তন, উলুধ্বনি ও ভক্তিমূলক গানের আসর।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সম্প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন কথায় ও গানে তুলে ধরেন প্রখ্যাত অভিনেতা, অধ্যাপক, গায়ক, লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ। ঠাকুরের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে তিনি তুলে ধরেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি শোনালেন গান। যে গানগুলি ঠাকুর গাইতে ভালবাসতেন তার থেকেই শিল্পী চয়ন করেছিলেন তাঁর গানগুলি। যার মধ্যে রয়েছে মন রে কৃষি কাজ জানো না, সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী, ডুব দে রে মন কালি বলে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশি কাঞ্চি কে বা চায় প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীকে তবলা সঙ্গতে সহযোগিতা করেন কল্যাণ বিশ্বাস। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিল্পী মুগ্ধ করেন উপস্থিত দর্শক–শ্রোতাদের।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৩ ও ২৪ আগস্ট সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত (১৯০২ সাল) 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' ১২২তম বর্ষ 'প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব' সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ ও প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা মাতাজী, প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিত্য মুক্তানন্দ ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন অচিন্ত্য মুখার্জী ও সুভাষ মিত্র। প্রসঙ্গ ছিল 'যুগাবতার ও যুগনায়কের প্রাত্যহিক প্রাসঙ্গিকতা ও নিবেদিতার ধ্রুব মন্দির।' মাউথ অর্গান বাজান অলোক দাস। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন করুণাময়ী ভট্টাচার্য ও সৌমী চ্যাটার্জী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরবিন্দ চক্রবর্তী। সঞ্চালক ছিলেন সুভাষ মিত্র। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার সহযোগিতায় কলকাতা মহাবোধী সোসাইটির সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল ভারত বিদ্যা বিষয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা ও কবিতা পাঠের আসর। এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি অজয় কুমার ঘোষ ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চাকেন্দ্রের সম্পাদক ডঃ সর্বজিৎ যশ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক ডঃ রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বিশ্বাস, উপাধ্যক্ষ ডঃ মহিতোষ গায়েন, অধ্যাপক শেখ সিরাজুল মিদ্দে, গবেষক ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার, বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষক কুন্তল অধিকারী। অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় শ্রীপতি ভূষণ অধিকারীর নামে ১৫ হাজার টাকা অনুদান তুলে দেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক ও অধ্যাপক ডঃ সর্বজিৎ যশ–এর হাতে। প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা উদ্যোগে জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা হয় সিউড়ি পাইকপাড়া সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে। কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করে। বীরভূম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২৫ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি।

'রবির কিরণ'এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

সোমনাথ পাল : সম্প্রতি সায়ন্তনী গুপ্ত পরিচালিত 'রবির কিরণ'র সপ্তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল আই.সি.সি.আরএ। রবির কিরণ এর তিনটি উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সুরঞ্জন রায়, নুপুরছন্দা ঘোষ, ডাঃ পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার, বর্ণালী সরকার ও দেবাশীষ সাহা। এরপরে বহু প্রতীক্ষিত অনুষ্ঠান ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী উপস্থাপন করে রবির কিরণ। রাধার কণ্ঠে সায়ন্তনীর গান দর্শক শ্রোতাদের এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। 'মরণ রে তুহু মম', কবিগুরুর এই গানটি সায়ন্তনীর কণ্ঠে অন্য মাত্রা নিয়ে আসে। নাচে রাধা চরিত্রে ঝিনুক মুখার্জী সিনহা এবং কৃষ্ণ চরিত্রে রাহুল সিনহা অনবদ্য। সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গন সখীদের চরিত্রে অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গীতায়োজনে ছিলেন দেবাশীষ সাহা, তবলায় গৌতম চৌধুরী, বাঁশি সুশান্ত নন্দী, আলোয় উত্তীয় জানা, শব্দ প্রক্ষেপনে নিলয় পাঞ্চাল, সঞ্চালনায় মধুমিতা বসু ও মৌ গুহ।

নব আনন্দে জাগো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিনোদনের জগতে নতুন প্রতিভাকে খুঁজে আনতে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির পথ ধরে শুরু হল, 'ভারত কা মেগাস্টার'। ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোবাইলের যুগে কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে নাচ, গান ও অভিনয়ের নতুন প্রতিভা অন্বেষণ করা হবে, সেকথা বিস্তারিত বললেন 'ভারত কা মেগাস্টারে'র শীর্ষকর্তারা। 'ভারত কা মেগাস্টারে' সামিল হতে গেলে অডিশনের জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হবে না, নিজ ঘরের পরিবেশেই দেওয়া যাবে অডিশন। তরুণ প্রজন্মের গায়ক–গায়িকা–অভিনেতাদের এই অডিশনের ভিডিও পাঠাতে হবে 'ভারত কা মেগাস্টারে'র ওয়েবসাইটে। এই সংস্থার নাম নথিভুক্ত করার খরচ মাত্র ৯৯ টাকা। তারপর সেই ভিডিও বিচার বিশ্লেষণ করবেন এই সংস্থার বিচারকরা। যারা বিচারকদের বিচারে সফল হবেন, তাদেরকে ডাকা হবে ফাইনাল রাউন্ডের মঞ্চে। আর বিজয়ীরা পাবে সম্মাননা, বড়ো অঙ্কের অর্থ পুরস্কার। তবে এ বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই 'ভারত কা মেগাস্টারে'র মূল আদর্শ। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিউজিক বিভাগের প্রফেসর ড. তাপসী ঘোষ, নৃত্য বিভাগের তমজিত সেন, কমেডি বিভাগের ড. কৃষ্ণেন্দু রায়, অভিনয় বিভাগের বিপ্লবেন্দু মিত্র প্রমুখ।

শিক্ষক দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ সেপ্টেম্বর বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে বাখরাহাট নফর সুইট্সের দ্বিতলে ঘরোয়া পরিবেশে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের চেয়ার পার্সন কাজল দত্তের প্রায় একক প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে। প্রায় ৩০ জন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁর শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সে যুগ, আর বর্তমান যুগের শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের তুলনা বিচার করেন বয়স্ক শিক্ষক শৈলেন মণ্ডল। রামশঙ্কর ত্রিপাঠী বলেন, আমরা শিক্ষক হয়েও আজও ছাত্র। শেখার শেষ নেই। অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন শিক্ষক মণিমোহন কয়াল, সুধীর ঘোষ, মৃণাল কান্তি দে, সুদীপ হাজরা, নিমাই ঘোষ, লায়ন্স শিক্ষক তরুণ কান্তি মণ্ডল, শিক্ষিকা জয়শ্রী গোস্বামী। প্রাক্তণীদের যে সম্মান দেয় লায়ন্স ক্লাব তার প্রশংসা করেন সকলেই। সমাজে যে আমরা এখনও ফুরিয়ে যায়নি সেই কথাটাই যেন মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠান।

শিক্ষকদের ব্যাজ, গোলাপ ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেন লায়ন্স শিল্পী দাস ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন লায়ন্স অশোক দাস ও কাজল দত্ত। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স সুশান্ত পাল ও অমলেন্দু গায়েন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাস্থিত বিবেক নিকেতনে, বিকাল ৩ টায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলিপুর — প্রণব গুহ
২৫.০৮.২০২৩ — সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। আগামী তিন বছরের কার্য্যকরী কমিটি গঠন।
৫। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। বিবিধ।

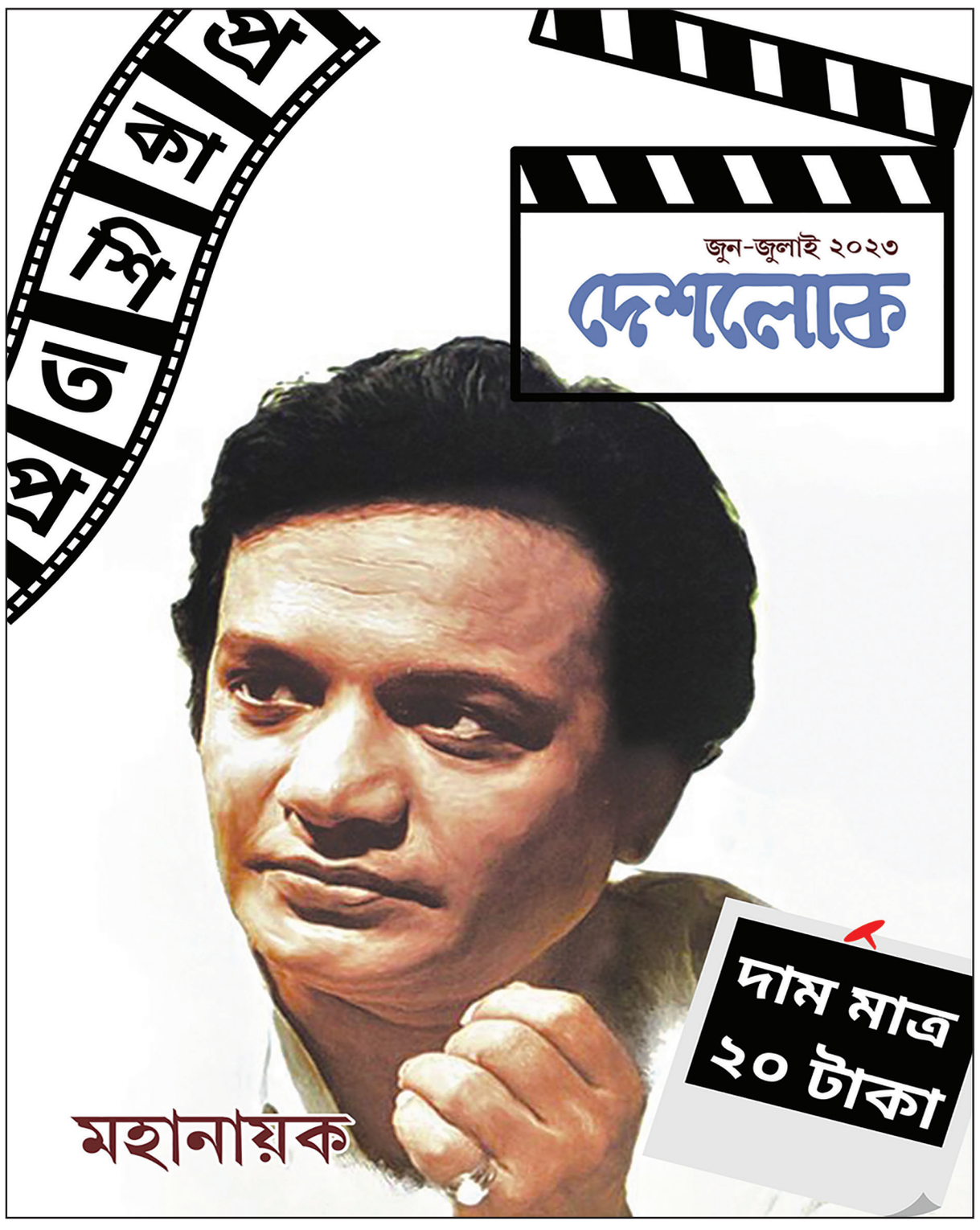

আঁতস কাঁচে

প্রয়াত কর্তা

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্বর্ণযুগের ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানি। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ফুটবল অন্ত এই মানুষটি মাত্র ১৬ বছর বয়সে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হন। তখনকার ক্লাব সচিব জ্যোতিষ গুহর কথায় ক্লাবের ফুটবল সাব কমিটিতে যোগ দেন। ক্লাবের অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। টানা পাঁচ বার কলকাতা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন সময়ের ক্লাব ফুটবল সচিব ছিলেন। ছিলেন আইএফএর সহ সচিবও।

জোড়া সাফল্য

জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলে ও মেয়েরা সাফল্য পেল। পঞ্জাবের অমৃতশহরে বাংলার মেয়েরা ১–০ গোলে জয় পেল হরিয়ানার বিপক্ষে। দুই দলের লড়াই বেশ হাড্ডাহাড্ডি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। জয়সূচক গোল করেন থান্ডামনি বাস্কে। অন্যদিকে, বাংলার ছেলেরা ৩–২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে মেঘালয়কে। খেলাটা হয়েছে ভুবনেশ্বরে। বাংলার হয়ে গোল করেছে তানবীর দে (২) ও সাহিল মণ্ডল।

তাঁবুতে বিক্ষোভ

কলকাতা ফুটবল লিগে নিম্নমানের রেফারিং নিয়ে সমর্থকরা সোচ্চার। গত মহমেডান স্পোর্টিং ও আর্মি রেড দলের খেলায় রেফারি ছিলেন দীপু রায়। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সাদা কালো সমর্থকরা ফেটে পড়েছিলেন সেদিন মাঠে। তারই রেশ দেখা গেল কলকাতা রেফারি তাঁবুতে। বেশ কিছু সমর্থক তাঁবুতে বিক্ষোভ দেখান। সচিব উদয়ন হালদারকে ঘেরাও করে দাবি করেন অবিলম্বে রেফারি দীপু রায়কে বাতিল করতে হবে। রেফারিদের মান উন্নত

১৭ গোলে শুরু

প্রায় দুই যুগ পরে বহরমপুর শহরে কোনও জাতীয় স্তরের ফুটবলের টুর্নামেন্ট হচ্ছে। সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে (অনূর্ধ্ব–১৩) আসর বসল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় বাংলা ও হরিয়ানা। প্রথম খেলায় ১৭ গোলে জিতল বাংলা। সাহিল শেখ দুটি হ্যাট্রিক সহ ৭টি গোল করে। দুটি করে গোল করেছে রিন্টু মালিক,শুভম ভাওয়াল, শিবাং ঘোষ। একটি করে গোল করেছে দুর্গেশ তিওয়াড়ি, শুভজিৎ পাল এবং সবুজ পাত্র। একটি আত্মঘাতী গোল হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহরমপুরের পাশাপাশি মালদা শহরেও এই টুর্নামেন্টের ম্যাচ হচ্ছে।

মনীষার রেকর্ড

মনীষা কল্যাণ বিশ্বের ফুটবল মঞ্চে একেবারে চমকে দিয়েছেন। গড়ে ফেলেছেন বড় রেকর্ড। অ্যাপোলন লেডিস এফসি'র হয়ে খেলেন তিনি। সাইপ্রাসের এই দল উয়েফা মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ালিফায়ার রাউন্ড ওয়ানে ৯–০তে উত্তর মেসিডোনিয়ান দল লুবোটেনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় উইঙ্গার ৪৬ মিনিটে বিকল্প হিসেবে মাঠে নামেন।

ইস্টবেঙ্গলে এলেন

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে ভারতের অনূর্ধ্ব–১৭ দলের গোলকিপার জুলফিকার গাজিকে সই করিয়েছে লাল হলুদ শিবির। সূত্রের খবর, তিন বছরের চুক্তিতে জুলফিকারকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যিনি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে অনূর্ধ্ব–১৩ স্তরে খেলতেন। তরুণ দে'র অধীনে অনূর্ধ্ব–১৩ ইউথ লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন। আর যে ক্লাব থেকে জীবনে সাফল্যের সিঁড়িতে চড়তে শুরু করেন, সেই ক্লাবে ফিরত পেরে অত্যন্ত উফুল্ল হয়েছেন ভারতের অনূর্ধ্ব–১৭ দলের গোলকিপার।

মুর্শিদাবাদে বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় দাপট বঙ্গসন্তানদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ বারের চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে হারিয়ে বিশ্বের দরবারে বাংলার জয়জয়কার। দিনভর টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ভাগীরথীর বুকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হল। জোড়া ৮১ কিলোমিটার ও ১৯ কিলোমিটার সাঁতারের দুই বিভাগেও বাংলার সাঁতারুদের মাথায় উঠল জয়ের শিরোপা। ভাগীরথীর বুকে টানা প্রায় ১০ঘণ্টা ৪০ মিনিট সাঁতরে ৮১ কিলোমিটারে চ্যাম্পিয়ন হয় বাঙালি সাঁতারু প্রত্যয় ভট্টাচার্য। নিজের জয়ের ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রত্যয় বলেন, 'আমি বাঙালি হিসেবে খুবই আপ্লুত প্রথম হতে পেরে। আগামীদিনে আরোও একবার এই ৮১ কিলোমিটার প্রতিযোগিতায় নামার যেমন ইচ্ছে রয়েছে সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে সুইমিংয়েও নজর আছে একইভাবে ভবিষ্যতে'। অন্যদিকে, ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে পুরুষ বিভাগে প্রথম বাংলার গৌরব কাবেরী। ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন মৌবনি পাত্র। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন টানটান উত্তেজনা আর ভাগীরথী পাড়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আহিরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে জলে নামে ৮১ কিলোমিটার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সাঁতারুরা। সুদূর স্পেন, মালয়েশিয়া থেকে থাইল্যান্ড, পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ সহ দেশ তথা রাজ্যের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত এবার ৮১ কিলোমিটারে ২৪ প্রতিযোগীর মধ্যে ছিলেন ৯ বিদেশি প্রতিযোগীও। সকলকে টেক্কা দিয়ে সবার আগে সাঁতরে ফিনিশিং লাইন ছুঁলেন বাংলার ছেলে প্রত্যয়। ৮১ কিমি সাঁতারের ফিনিশিং পয়েন্ট ছিল বহরমপুরের গোরাবাজার কলেজ ঘাটে। সবার আগে সেখানে পৌঁছায় বাংলার সাঁতারু প্রত্যয় ভট্টাচার্য। হেরে যান গত দুইবারের বিজয়ী স্পেনের সাঁতারু হোসে লুই লারোসা। জানা যায়, এর আগে ২০১৯ সালে জিয়াগঞ্জ থেকে ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম স্থানে ছিল এই প্রত্যয়। ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগের ১৬ জন এবং পুরুষ বিভাগে ৩১ জন সাঁতারু অংশগ্রহণ করে। ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয় গৌরব কাবেরী। লেক টাউন সুইমিং পুল –ক্লাবের হয়ে সাঁতারে নেমেছিলেন তিনি। ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন বাংলার মেয়ে মৌবনী পাত্র। কুমারটুলি পার্ক সুইমিং–ক্লাবের হয়ে সাঁতারে নেমেছিলেন তিনি। মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'এই গর্ব শুধু বাংলার নয় সারা দেশের। কারণ এই দুই প্রতিযোগী বিশ্বের দরবারে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল শত গুণ,যা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে'। অন্যদিকে, ছেলের এমন অভাবনীয় সাফল্যে প্রত্যয় ভট্টাচার্যের বাবা বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি বলেন, 'ছেলের জন্য আমি খুবই গর্বিত আগামী দিনে চ্যানেল সুইমিং প্রতিযোগিতায় ওকে নামানোর টার্গেট আছে আমাদের। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে প্রত্যয়'।

২ দিনের ফুটবল ম্যাচে মাতল দাঁইহাট

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : দেবাশিস রায়: দু'দিনের জমজমাট ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল দাঁইহাট শহর। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী প্রাচীন শহর দাঁইহাটের চরপাতাইহাটে ছাত্র সংঘের পরিচালনায় দীর্ঘদিন ধরে বাৎসরিক ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারও বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। চরপাতাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এবারের ৩২ তম বর্ষের এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর। এই নকআউট ফুটবল ম্যাচে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬ টি অংশগ্রহণ করেছিল। রবিবার সন্ধ্যায় ফ্লাড লাইটের আলোয় চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবারের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল পূর্ব বর্ধমান জেলার 'শ্রীদুর্গা শ'মিল মেঝিয়ারী'। তাদের কাছে ১–০ গোলে পরাজিত হয়েছে এই জেলারই 'কালনা শুভম একাদশ'। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন দলকে ৭০ হাজার টাকা সহ ট্রফি দিয়ে

পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং বিজিত দলকে পুরস্কার স্বরূপ ৪৫ হাজার টাকা সহ ট্রফি দেওয়া হয়। এছাড়াও খেলার বিভিন্ন পর্যায়ে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য অসংখ্য খেলোয়ারকে নানাবিধ পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। জমজমাট এই খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করতে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী নদিয়া জেলারও অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী ভিড় জমিয়েছিল। চূড়ান্ত পর্বে খেলা দেখতে উপস্থিত দাঁইহাট পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমরেন্দ্র বিশ্বাস বলেন, যুবসমাজের মধ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা আজও যে অটুট রয়েছে এই খেলাতেই প্রমাণ মেলে।ছাত্র সংঘের অন্যতম প্রধান সদস্য উমাপদ মণ্ডল বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারেও আমাদের এই ফুটবল খেলা দেখতে কয়েক হাজার মানুষ মাঠের চারিদিকে ভিড় করেছিল। রবিবার ফাইনাল খেলা শুরু হতে একটু রাত হলেও কিন্তু কারও উৎসাহে কোনও খামতি ছিল না। এলাকার ক্রীড়ামোদী বাসিন্দা কল্যাণ শিকদার বলেন, ছাত্র সংঘের পরিচালনায় আয়োজিত এই বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আমাদের এলাকা তথা দাঁইহাট শহরের ঐতিহ্য। আমরা প্রতিবছর এই দিনটির জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

পূর্বস্থলীতে স্টেডিয়াম হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলার উন্নতির লক্ষ্যে এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রান্তিক এলাকায় একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হল। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের নির্বাচন ক্ষেত্র পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্রীরামপুরে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্টেডিয়ামটি তৈরি করা হবে। সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর ইউনাইটেড হাই স্কুল ময়দানে গড়ে উঠতে চলা এই স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীল কুমার মণ্ডল তাঁর সংসদীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১.১৫ কোটি টাকা দিচ্ছেন। এছাড়াও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আগেভাগেই ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।নিজের বিধানসভা এলাকার খেলাধুলোর উন্নতিতে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছেন।তাঁরই উদ্যোগে রহিম নবী, মেহেতাব হোসেন সহ প্রখ্যাত অসংখ্য ফুটবল খেলোয়াড় একাধিকবার এলাকায় এসে তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন।

মাঠেই মৃত্যু এক সাদা কালো সমর্থকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঠে ঝামেলা। উত্তপ্ত গ্যালারি। তাতেই প্রাণ গেল এক সমর্থকের। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমর্থক খিদিরপুর মসজিদ গলির বাসিন্দা শেখ সিরাজ। মহমেডান – আর্মি রেড ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর। মহমেডানের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গেই আইএফএর অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি রাজকুমার নামেই পরিচিত ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। প্রয়াত সমর্থক সিরাজের বাড়িতে যান মহমেডান সচিব রাজু আহমেদ সহ আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত ও সহ সভাপতি সৌরভ পাল, দিলীপ নারায়ণ সাহা। কলকাতা লিগের ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং পিছিয়ে পড়লে তুমুল ঝামেলা শুরু হয়। সেই রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ। ফের পুরনো উগ্র মেজাজেই দেখা যায় সাদা কালো সমর্থকদের। মাঠে পড়ল বোতল। ভাঙল চেয়ার। ফেন্সিং টপকে মাঠের মধ্যে ঢুকে আসেন এক সমর্থক। তার জেরে প্রায় ১১ মিনিটের মতো খেলা বন্ধ থাকে।

পরিস্থিতি এতই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, মহমেডান কোচ হাতজোড় করে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। মহমেডান মাঠে ৬৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় আর্মি রেড। তারপর থেকে মাঠে উত্তাপ আরও বাড়তে থাকে। রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে থাকেন সমর্থকরা। ৬৮ মিনিটে মহমেডান বক্সের কাছে আর্মি রেডের একটি ফ্রি–কিক পেলে আরও গরম হয়ে যায় গ্যালারি। সে'সময় চতুর্থ রেফারির সঙ্গে তর্কও জুড়ে দেন মহমেডান কোচ। এরপর থেকেই গ্যালারি থেকে উড়ে আসতে থাকে জলের বোতল। ফেন্সিং টপকে মাঠে ঢুকে রেফারির উদ্দেশ্যে তেড়ে আসেন সমর্থকরা। এরপরই সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় খেলা। মহমেডান কর্তাদের অনুরোধ সত্ত্বেও দামাল সমর্থকদের আটকানো যায়নি। ম্যাচ ১০ মিনিট বন্ধ রাখা হয়। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে খেলা শুরু হয়। সবমিলিয়ে ১৭ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলান রেফারি। তাতেই গোল শোধ করার সুযোগ পায় মহমেডান স্পোর্টিং। পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফিরিয়ে আনেন মহমেডানের ডেভিড। তাতেই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা ছেড়ে উচ্ছ্বাসে ভাসে সাদা কালো সমর্থকরা। শোনা যায়, ফেন্সিং টপকানোর সময় পড়ে যান শেখ সিরাজ। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানোর চেষ্টা বিফলে যায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মহমেডান কর্তারা।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে নতুন ইতিহাস সবুজ মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরনো মরসুম যেখানে শেষ, সেখান থেকে নতুন মরসুম শুরু। আইএসএল জিতে মরশুম শেষ করেছিল মোহনবাগান। এবার ডুরান্ড দিয়ে শুরু। ২০২৩ সাল। ২৩ বছর পর ডুরান্ড জয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছিল এই ডুরান্ড। তাতেই নতুন করে ইতিহাস লিখল সবুজ মেরুন। মোহনবাগানের কাছে প্রতিশোধের ম্যাচ। রবিবারীয় যুবভারতীতে যখন ১০ জনের মোহনবাগানকে দেখে, হতাশায় চুপ করে গিয়েছিলেন হাজার হাজার সমর্থক, তখনই জ্বলে উঠলেন দিমিত্রি পেত্রাতস। তাঁর গোলেই নিভল মশাল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে মধুর প্রতিশোধও নিল সবুজ মেরুন। একটা নয়, একেবারে জোড়া প্রতিশোধের আগুনেই ফুটছিল সবুজ মেরুন সমর্থকরা। মরসুম শুরুতেই ডার্বিতে হার, ১৯ বছর আগে ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার। এদিন ইস্টবেঙ্গলকে ১–০ গোলে হারিয়ে জোড়া প্রতিশোধ নিয়েই ভারতসেরা ট্রফি নিয়ে মেতে উঠল জুয়ান ফেরান্দো ব্রিগেড। অপরাজেয় হয়ে ডুরান্ড ফাইনালে খেলতে নামলেও, হতাশা হয়েই মাঠ ছাড়লেন লাল হলুদ সমর্থকরা। জাতীয় ট্রফি জয়ের অপেক্ষাটা যে আরো বাড়ল। আর মোহনবাগানের কাছে যেন শাপমোচনের গল্প। দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টে সবুজ মেরুন শেষবার খেতাব জেতে ২০০০ সালে। সে'বার ফাইনালে মাহিন্দ্রা ইউনাইটেডকে গোল্ডেন গোলে হারিয়ে কাপ জেতে। তারপর তিন–তিনবার তারা ফাইনালে উঠেও হেরে যায়। ২০০৪–এ ইস্টবেঙ্গলের কাছে, ২০০৯–এ চার্চিল

ব্রাদার্সের কাছে আর ২০১৯–এ গোকুলাম কেরালা এফসি–র কাছে। ২৩ বছর পরে সবুজ মেরুন ফের স্বমহিমায় ফিরল ডুরান্ড জয় করে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে কলকাতা ডার্বির রঙ সবুজ মেরুন করে দেন দিমিত্র পেত্রাতস। বাঁ পায়ের শট জালে জড়াতেই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বিলবোর্ড টপকে ছুটে যান তিনি মোহনবাগান গ্যালারির দিকে। জাল ধরে বুঝিয়ে দেন, বদলার ডার্বিতে বদলা নেওয়া হয়ে গেল। পুলিশও হিমশিম খায় সবুজ মেরুন ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস আটকাতে। এই নিয়ে ১৭ বার এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্ট জয় মোহনবাগানের। এমন কৃতিত্ব আর কারোর নেই। ডার্বি জয়, ডুরান্ড জয়ের পাশাপাশি ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলকে টপকে সর্বাধিক জয়ও পেয়ে গেল যে মোহনবাগান। গত ডার্বিতে নায়ক নন্দকুমার হলেও, এবার ডুরান্ড জয়ের ডার্বিতে নায়ক একজনই। তিনি মোহনবাগানের দিমিত্রি পেত্রাতস। ম্যাচ জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসেন। পেত্রাতোস বলেন, 'যে কোনো মূল্যে জিততে চেয়েছিলাম। এই ধরনের বড় ম্যাচে সমর্থকদের একটা আলাদা আবেগ থাকে।' উচ্ছ্বসিত বাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দোও। তিনি অবশ্য আবেগে ভেসে যেতে চান না। তিনি জানেন তাঁর আরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। ফেরান্দো বলেন, 'সামনে এএফসি কাপ, তারপর আইএসএল, আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' মোহনবাগানে যখন আনন্দ, তখন মশাল জ্বালাতে না পারার জ্বালা ইস্টবেঙ্গলে। ডার্বি হেরে কুয়াদ্রাত মোহনবাগানকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না। বললেন, 'সব দল ৩০ জন ফুটবলারকে খেলিয়েছে। কিন্তু মোহনবাগান ৩৪ জনকে খেলিয়েছে। বাড়তি সুবিধে তো পেয়েইছে। এরপর থেকে আমরাও তাই করব।' যা শুনে সবুজ মেরুন কোচের স্পষ্ট জবাব, 'যে যা খুশি বলুক এসবে আমি পাত্তা দিই না। আমার কাজ যেটুকু আমি শুধু সেদিকেই মন দিই।'

সাফল্যের রহস্যে মায়ের হাতে রান্না! কলকাতায় বললেন বিস্ময় দাবাড়ু প্রজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ৬৪ খোপের এই বিস্ময় বালককে শুধু ভারতীয়রাই নন, গোটা বিশ্বই চিনে গেছে। তাঁর কাছেই যে একাধিকবার পরাস্ত হয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন। বিশ্ব দাবায় বাঘা বাঘা দাবাড়ুদের পিছনে ফেলে তিনিই উঠে এসেছিলেন ফাইনালে। ম্যাগনাস কার্লসেন, আগে হারলেও ফাইনাল মঞ্চে অবশ্য ফেল করেননি। প্রজ্ঞানন্দ হন রানার্স। সেই বিস্ময়বালকই এসেছেন কলকাতায়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব পাননি, তা নিয়ে আফশোষ নেই। অকপটেই বলেন, 'আমি মনে করি অনেক অনেক দূর যেতে হবে। এই তো সবে শুরু। আমি এসব নিয়ে ভাবছি না। কঠিন পরিশ্রম করছি। খেলার প্রতি ফোকাস করছি।' এশিয়ান গেমসের আগে জাতীয় শিবির এবং টাটা স্টিল চেস র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিটসে অংশ নিতে প্রজ্ঞা এসেছেন। ধীর, স্থির, লক্ষ্যে অবিচল প্রজ্ঞা সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্বই দিতে চান তাঁর মা–কে। বাকিটা মেডিটেশন আর নিয়মানুবর্তিতা। এতদিনে সবাই জেনে গেছে, প্রজ্ঞা যেখানেই যাক, সঙ্গী তাঁর মা। সঙ্গে থাকে ইনডাকশন কুকার। ছেলেকে তিনিই রান্না করে খাওয়ান। তরুণ দাবাড়ু কলকাতায় এসে বলেন, 'মা আমার বড় সাপোর্ট। মানসিক সাপোর্ট। আমার জন্য, দিদির জন্যও। মা সব কিছুর খেয়াল রাখে। আমি নির্দিষ্ট কোনও ডায়েট মানি না। ম্যাচের আগে ভারতীয় খাবার খেতে পছন্দ করি। প্রত্যেক ম্যাচের আগে মা আমার জন্য রান্না করে। এভাবেই চলে আসছে। পাশাপাশি যোগাসন এবং মেডিটেশন করি।' দাবার চাল, মারাত্মক চাপ। সেই চাপ কাটাতে অবসর পেলেই সিনেমায় মজে যান প্রজ্ঞা। আর দেখেন ক্রিকেট। তবে ভিডিওগেম না পসন্দ। তিনি বলেন,

'আমি ক্রিকেট দেখি। ভারতীয় দলের খেলা দেখতে ভাল লাগে। সব ভারতীয় প্লেয়ারকে ভালো লাগে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন আমার প্রিয় খেলোয়াড় কারণ ও দাবা খেলতে পছন্দ করে।' আনন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভোলেননি তিনি। তাঁর যে আনন্দই আইডল সে'কথা জানিয়ে বলেন, 'ভিশি স্যারের থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ওঁর আকাদেমি থেকেই শিখেছি। নিয়মিত ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। দাবার ট্যাকটিক্যাল দিকটা ছাড়াও আমি ওঁর সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করি। যেমন মানসিক এবং শারীরিক দিক। দাবা প্রসঙ্গেও। ওঁকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। ক্রোয়েশিয়ার গ্লোবাল চেসে ওঁকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই।' দুরন্ত লড়াই করে দেশে ফেরার পর দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গে ১৮ বছরের তারকা বলেন, 'আমার ট্রেনিং সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমার মা, বাবাকে নিয়েও জিজ্ঞেস করেন। পরিবার এবং বাবার চাকরির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। আমাকে কিছু পরামর্শও দেন।'

নব বারাকপুর পুরসভার ফুটবল আকাডেমির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পদে মেহতাব হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি মরসুমে শুরু হতে চলেছে আইএফএ অনূর্দ্ধ ১৪ নার্সারি ফুটবল লিগ। নার্সারি ফুটবল লিগে খুদেদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের ভূমিকায় জাতীয় প্রাক্তন ফুটবলার মিডফিল্ডার মেহতাব হোসেন। বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে চলছে অনুশীলন। প্রথমদিন প্রায় ২৫ জন কচিকাচাদের সঙ্গে টানা ২ ঘণ্টার ওপর অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন নবনিযুক্ত মেহতাব। খুদেদের সঙ্গে কলকাতা ফুটবল লিগে ওয়ার্ম আপ, প্রমোট থেকে লিগের

জয়ের টেকনিক্যাল বিভিন্ন পদ্ধতি তুলে ধরেন। সঙ্গে ছিলেন নবনিযুক্ত ফিজিও আশিস কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন ফুটবল আকাদেমির দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্যান্য প্রশিক্ষক দিলীপ বোস, দীপক গায়েন, গৌতম সরকার, অসীম গাঙ্গুলী, পি কে ব্যানার্জি ও রাখি সিকদার। ফুটবলার মেহেতাব হোসেন বলেন 'প্রথমদিন নিউ বারাকপুর পুরসভার ফুটবল আকাদেমির প্রশিক্ষণে এসে খুব ভালো লাগছে। প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে কিছু না কিছু আছে। তাদের সঙ্গে কথা বললাম। যার যেখানে প্লাস পয়েন্ট আছে শক্তিশালী করতে হবে করব। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন মেহেতাব। বলেন খুদেদের প্রশিক্ষণ বুট জার্সি আবার টিফিনের ব্যবস্থা। খুব কম জায়গায় দেখেছি এত সুযোগ সুবিধা আছে। কিটস থেকে জার্সি বুট আবার প্র্যাকটিস শেষে টিফিন। বাচ্চাদের জন্য এত করে। নি:স্বার্থভাবে করছেন চেয়ারম্যান। জেলায় কোন পুরসভা করে কিনা সন্দেহ।' উল্লেখ্য পুরসভার ফুটবল আকাডেমির বিভিন্ন বয়সের শতাধিক ওপর খুদেদের পাশাপাশি নার্সারি অনূর্দ্ধ লিগে ৩০ জন ফুটবলার রয়েছে।

আর্য সমিতির ৭৫ তম বর্ষপূর্তিতে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার সূচনা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়া আর্য্য সমিতির ৭৫ তম বর্ষপূর্তি, সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্টেট র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা আজ হলো। এই টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আর্য সমিতির হল ঘরে আয়োজিত

হচ্ছে। আজ থেকে এই প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্যরা। এই রাজ্যস্তরের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ৪০০ উপরে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে বলে জানা গেছে। পাঁচ দিবসীয় এই প্রতিযোগিতা আজ থেকে শুরু হলো চলবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com